لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۬ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ

৯২। লান্ তানা-লুল্ বির্‌রা হাত্তা- তুন্‌ফিকূ মিম্মা- তুহিব্বূন্; অমা-তুন্‌ফিকূ মিন্ শাইয়িন্ ফাইন্নাল্লা-হা

(৯২) প্রিয় বস্তু ব্যয় না করলে তোমরা পুণ্য লাভ করতে পারবে না, তোমাদের ব্যয় করা বস্তু সম্পর্কে আল্লাহ

بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٩٢﴾ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآءِيْلُ

বিহী 'আলীম্। ৯৩। কুল্লুত্ত্বোয়া'আ-মি কা-না হিল্লাল্ লিবানী ~ ইসরা — য়ীলা ইল্লা-মা-হার্‌রামা ইস্‌রা — য়ীলু

ভাল জানেন। (৯৩) সকল খাদ্য বনী ইসরাঈলের জন্য বৈধ ছিল, শুধু সেসব বস্তু ছাড়া বনী ইসরাঈলরা যা হারাম

عَلٰى نَفْسِهٖ مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرٰىةُ ۭ قُلْ فَاْتُوْا بِالتَّوْرٰىةِ فَاتْلُوْهَآ اِنْ

'আলা- নাফ্‌সিহী- মিন্ ক্বাব্‌লি আন্ তুনায্‌যালাত্ তাওরা-হ্; ক্বুল্ ফা''তূ বিত্তাওরা-তি ফাত্‌লূহা ~ ইন্

করেছিল তার নিজের উপর তাওরাত নাযিল হওয়ার পূর্বে; বলুন, তাওরাত আন এবং পড়ে দেখ যদি

كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٩٣﴾ فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰۗىِٕكَ

কুন্‌তুম্ ছোয়া-দ্বিকীন্। ৯৪। ফামানিফ্ তারা 'আলাল্লা-হিল্ কাযিবা মিম্ বা'দি যা-লিকা ফাউলা — য়িকা

তোমরা সত্যবাদি হও। (৯৪) সুতরাং যারা আল্লাহর উপর এর পরও মিথ্যা আরোপ করবে, তারাই

هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩٤﴾ قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ ۣ فَاتَّبِعُوْا مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ۭ وَمَا كَانَ

হুমুজ্জোয়া-লিমূন্। ৯৫। ক্বুল্ ছদাক্বাল্লা-হু ফাত্তাবিউ' মিল্লাতা ইব্‌রা-হীমা হানীফা-; অমা- কা-না

জালিম। (৯৫) বলুন, আল্লাহ সত্য বলেছেন, সুতরাং তোমরা মিল্লাতে ইব্রাহীমের সরল দ্বীন মেনে চল;

مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿٩٥﴾ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّ

মিনাল্ মুশ্‌রিকীন্। ৯৬। ইন্না আওওয়ালা বাইতিওঁ উদ্বি'আ লিন্না-সি লাল্লাযী বিবাক্কাতা মুবা- রাকাওঁ অ

তিনি তো মুশরিক নন। (৯৬) মানুষের জন্য সর্বাগ্রে যে ঘর তৈরি হয়েছিল তা বাক্কায়; এটা কল্যাণময় এবং

هُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٦﴾ فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۭ

হুদাল্লিল্'আ-লামীন্। ৯৭। ফীহি আ-ইয়া-তুম্ বাইয়্যিনা-তুম্ মাক্বা-মু ইব্রা-হীমা অমান্ দাখালাহূ কা-না আ-মিনা-;

বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। (৯৭) এতে রয়েছে সুস্পষ্ট নিশানা[১] তন্মধ্যে মাকামে ইব্রাহীম অন্যতম। যে এতে আসবে

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۭ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ

অলিল্লা-হি 'আলান্না-সি হিজ্জুল্ বাইতি মানিস্ তাত্বোয়া-'আ ইলাইহি সাবীলা-; অমান্ কাফারা ফাইন্নাল্লা-হা

নিরাপদে থাকবে; সামর্থ্যবানদের উপর এ ঘরের হজ্জ করা কর্তব্য। যে কুফরী করে, সে জেনে রাখুক নিশ্চয়ই আল্লাহ

টীকাঃ (১) এ নিশানা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ ঘর আল্লাহর দরবারে গৃহীত এবং এ ঘরকে আল্লাহ তা'আলা নিজের ঘর হিসেবে মনোনীত করেছেন ও মর্যাদা দিয়েছেন।

শানেনুযূল আয়াত ৯২ঃ আয়াত নাযিল হওয়ার পর আন্‌ছারদের মধ্যে সর্বাধিক সম্পদশালী ব্যক্তি হযরত আবু তাল্‌হা আনছারী (রাঃ) মসজিদে নববীর সম্মুখস্থ তাঁর ব্যারোহা' নামক প্রিয়তম বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করার কথা ঘোষণা করেন। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) অত্যন্ত খুশী হলেন এবং তা তাঁর চাচাত ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন। উল্লেখ্য, বাগানটিতে সুমিষ্ট পানি ছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ (ছঃ) তথা হতে পানি পান করতেন। আর এক সময় হযরত ওমর-(রাঃ) হযরত আবু মূসা আশআরীকে একজন বাঁদী ক্রয় করে আনতে বললে

غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٩٧﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ق

গানিয়্যুন্ 'আনিল্ 'আ-লামীন্। ৯৮। ক্বুল্ ইয়া ~ আহ্‌লাল্ কিতা-বি লিমা তাক্‌ফুরূনা বিআ-ইয়া তিল্লা-হি;
বিশ্ববাসী হতে বেপরোয়া। (৯৮) বলুন, হে কিতাবের অনুসারীরা। কেন আল্লাহর আয়াতকে মান না? আল্লাহ তো

وَاللّٰهُ شَهِيْدٌ عَلٰى مَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٩٨﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অ ল্লা-হু শাহীদুন্ 'আলা- মা- তা'মালূন্। ৯৯। ক্বুল্ ইয়া ~ আহ্‌লাল্ কিতা-বি লিমা তাছুদ্দূনা আন্ সাবীলিল্লা-হি
তোমাদের সকল কর্মের সাক্ষী। (৯৯) বলুন, হে কিতাবের অনুসারীরা! আল্লাহর পথে বিশ্বাসীদেরকে কেন বাধা দিচ্ছ। তোমরা

مَنْ اٰمَنَ تَبْغُوْنَهَا عِوَجًا وَّاَنْتُمْ شُهَدَآءُ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۞

মান্ আ-মানা তাবগূনাহা- 'ইঅজ্বাওঁ অআন্‌তুম্ শুহাদা — উ; অমাল্লা-হু বিগা-ফিলিন্ 'আম্মা-তা'মালূন্।
তাদের দ্বীনে বক্রতা অনুপ্রবেশের পথ খোঁজ? অথচ তোমরাই সাক্ষী। আর আল্লাহ তোমরা যা কর সে সম্পর্কে বেখবর নন।

﴿١٠٠﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوْا فَرِيْقًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

১০০। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানূ ~ ইন্ তুত্বী'উ ফারীক্বাম্ মিনাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা
(১০০) হে মু'মিনরা! তোমরা কিতাবী কোন দলের অনুকরণ করলে তারা তোমাদেরকে

يَرُدُّوْكُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ كٰفِرِيْنَ ﴿١٠١﴾ وَكَيْفَ تَكْفُرُوْنَ وَاَنْتُمْ تُتْلٰى

ইয়ারুদ্দূকুম্ বা'দা ঈমা-নিকুম্ কা-ফিরীন্। ১০১। অকাইফা তাক্‌ফুরূনা অআন্‌তুম্ তুত্‌লা-
ঈমানের পর কুফরীতে ফিরিয়ে নেবে। (১০১) কেমন করে তোমরা কুফরী করছ? অথচ আল্লাহর আয়াত

عَلَيْكُمْ اٰيٰتُ اللّٰهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلُهٗ ط وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِيَ

'আলাইকুম্ আ-ইয়া-তুল্লা-হি অফীকুম্ রাসূলুহ্; অমাইঁ ইয়া'তাছিম্ বিল্লা-হি ফাক্বাদ্ হুদিয়া
তোমাদের মধ্যে পঠিত হয় আর তোমাদের মাঝে রাসূলও আছেন আর যে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আল্লাহকে, সে অবশ্যই

১০ ع ১০ ১ রুকূ

اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٠٢﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ

ইলা- ছিরা-ত্বিম্ মুস্‌তাক্বীম্ ১০২। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্ লাযীনা আ-মানুত্ তাকুল্লা-হা হাক্ব্ব্বা তুক্বা- তিহী অলা-তামূতুন্না
সরল পথ প্রাপ্ত হবে। (১০২) হে লোকেরা, তোমরা যারা ঈমান এনেছ আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর, আর মুসলমান

اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿١٠٣﴾ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص

ইল্লা-অআন্‌তুম্ মুস্‌লিমূন্। ১০৩। অ'তাছিমূ বিহাব্‌লিল্লা-হি জ্বামীআওঁ অলা- তাফার্‌রাক্বূ
না হয়ে কেউ মৃত্যুবরণ করো না। (১০৩) আর তোমরা সবাই একত্রে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে ধর, বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

তিনি ক্রয় করে আনলেন। হযরত ওমর তদ্দর্শনে মুগ্ধ হলেন এবং সাথে সাথে এ আয়াতের কথা স্মরণ হওয়া মাত্র বাঁদীকে আজাদ করে দিলেন।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১০০ঃ শম্মাছ ইব্‌নে কায়েছ নামক এক ইহুদী মুসলমানদের কথা শুনলে সর্বদা হিংসায় জলে মরত। একদা আনছারীদের আউছ ও খাজরাজ বিখ্যাত গোত্রদ্বয়ের লোকদেরকে এক সমাবেশ দেখে তার হিংসানল দ্বিগুণভাবে জ্বলে উঠল। তখন সে তাদের প্রাগৈতিহাসিক শত্রুতা জাগিয়ে তোলার পথ খোঁজ করতে লাগল। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিল যে, উভয় গোত্রের মধ্যে ইসলাম পূর্ব বছরের পর বছর ধরে যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছিল এবং তৎসম্বন্ধে বীরত্ব ও উত্তেজনা ব্যঞ্জক যে সকল কবিতা তাদের এই ইসলামিক

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ

অয্‌কুরূ নি'মাতাল্লা-হি 'আলাইকুম্ ইয্ কুন্‌তুম্ আ'দা —য়ান্ ফাআল্লাফা বাইনা ক্বুলূবিকুম্
তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তিনি তোমাদের মনে মায়া

فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ

ফাআছ্‌বাহ্‌তুম্ বিনি'মাতিহী ~ ইখওয়া-নান্, অকুন্‌তুম্ 'আলা- শাফা- হুফ্‌রাতিম্ মিনান্না-রি ফায়ানক্বাযাকুম্
সৃষ্টি করেন, তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে দোযখের কিনারায়, আল্লাহ তা হতে

مِنْهَا ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٠٤﴾ وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ

মিন্‌হা-; কাযা-লিকা ইয়ুবাইয়্যিনুল্লা-হু লাকুম্ আ-ইয়া-তিহী লা'আল্লাকুম্ তাহ্‌তাদূন্। ১০৪। অল্ তাকুম্ মিন্‌কুম্
উদ্ধার করলেন। এ ভাবেই আল্লাহ স্বীয় নিদর্শন বিবৃত করেন, যেন তোমরা পথ পাও। (১০৪) তোমাদের মধ্যে এমন

اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَ

উম্মাতুই ইয়াদ্'উনা ইলাল্ খাইরি অ ইয়া''মুরূনা বিল্‌মা'রূফি অ ইয়ান্‌হাওনা 'আনিল্ মুন্‌কার্; অ
একটি দল হওয়া উচিত যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে এবং আদেশ করবে সৎকাজের, এবং মন্দ কাজে নিষেধ করবে।

اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ

উলা —য়িকা হুমুল্ মুফ্‌লিহূন্। ১০৫। অলা-তাকূনূ কাল্লাযীনা তাফার্‌রাক্বূ অখ্‌তালাফূ মিম্
এরাই সফলকাম। (১০৫) আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা সুস্পষ্ট বিধান আসার পরেও বিচ্ছিন্ন হয়েছে

بَعْدِ مَا جَاۗءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ۭ وَاُولٰۗىِٕكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٦﴾ يَّوْمَ تَبْيَضُّ

বা'দি মা-জ্বা —য়াহুমুল্ বাইয়্যিনা-ত্'; অউলা —য়িকা লাহুম্ 'আযা-বুন্ 'আজীম্। ১০৬। ইয়াওমা তাব্‌ইয়াদ্দু
এবং পরস্পর মতভেদ করেছে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (১০৬) সেদিন কতকের চেহারা

وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ ۣ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ

উজ্‌হুওঁ অতাস্‌ওয়াদ্দু উজ্‌হুন্, ফাআম্মাল্ লাযী নাস্ ওয়াদ্দাত্ উজ্‌হুহুম্ আকাফার্‌তুম্ বা'দা
হবে উজ্জ্বল আর কতকের চেহারা হবে কালো। কালো চেহারার লোকদের বলা হবে, ঈমানের পর কি কুফরী করেছিলে?

اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿١٠٧﴾ وَاَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ

ঈমা-নিকুম্ ফাযূক্বুল্ 'আযা-বা বিমা-কুন্‌তুম্ তাক্‌ফুরূন্। ১০৭। অআম্মাল্ লাযীনাব্ ইয়াদ্ দ্বোয়াত্
অতএব, এখন তোমরা শাস্তি ভোগ কর তোমাদের কুফরীর জন্য। (১০৭) উজ্জ্বল চেহারার লোকেরা

ভ্রাতৃত্বমূলক অধিবেশনে আবৃত্তি করে দেয়াই শ্রেয় হবে, যাতে তাদের পূর্ব শত্রুতামূলকভাব গজিয়ে উঠে। অতঃপর সেখানে উক্ত প্রকৃতির কবিতাবৃত্তি হওয়া মাত্রই তাদের প্রাচীন সুপ্ত হিংসানল ধূমায়িত হতে লাগল এবং পরস্পরের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও কর্কশালাপ শুরু হয়ে গেল, অবশেষে পরস্পর যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল এবং দিন তারিখ ও স্থান ঠিক করে ফেলল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছল, তখন তিনি দ্রুত তাদের নিকট গমনপূর্বক বললেন, এটা কেমন আক্রোশের বিষয় যে, আমি স্বয়ং তোমাদের মধ্য বিদ্যমান রয়েছি এবং তোমরা সকলেই মুসলমানও হয়েছ এবং তোমাদের মধ্যে সুমধুর ঐক্যও সংঘটিত হয়েছে, অতঃপর তোমরা সেই জাহেলিয়্যাতের দিকে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করছ? তৎক্ষণাৎ তাঁরা সম্বিত ফিরে পেলেন এবং বুঝত পারলেন যে, এ উত্তেজনাটি একটি শয়তানি চক্রান্ত ছিল। অতঃপর তাঁরা পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে ক্রন্দন করতে করতে

وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿١٠٨﴾ تِلْكَ ءَايَٰتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا

উজূহুহুম্ ফাফী রাহ্‌মাতিল্লা-হ্; হুম্ ফীহা- খা-লিদূন্। ১০৮। তিল্‌কা আ-ইয়া-তুল্লা-হি নাত্‌লূহা-

আল্লাহর রহমতে থাকবে, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (১০৮) এটা আল্লাহর আয়াত যা সঠিকভাবে তোমাদের নিকট

عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿١٠٩﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ

'আলাইকা বিল্‌হাক্ব্; অমাল্লা-হু ইয়ুরীদু জুল্‌মাল্ লিল্'আ-লামীন্। ১০৯। অলিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি

পাঠ করি, আর আল্লাহ চান না বিশ্ববাসীর প্রতি জুলুম করতে। (১০৯) আকাশ ও পৃথিবীর যা কিছু আছে

১১ ع ৮ ২ রুকু

وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿١١٠﴾ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ

অমা-ফিল্ আরদ্ব্; অ ইলাল্লা-হি তুর্‌জা'উ'ল্ উমূর্। ১১০। কুন্‌তুম্ খাইরা উম্মাতিন্ উখ্‌রিজ্বাত্

সবই আল্লাহর। সকল ব্যাপার আল্লাহর কাছেই পেশ হবে। (১১০) তোমরা উত্তম জাতি, মানুষের জন্য

لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ

লিন্না-সি তা''মুরূনা বিল্‌মা'রূফি অতান্‌হাওনা 'আনিল্ মুন্‌কারি অতু''মিনূনা বিল্লা-হ্;

সৃষ্ট হলে। সৎকাজের আদেশ করবে, আর বাধা প্রদান করবে অসৎকাজে আর আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।

وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ

অলাও আ-মানা আহ্‌লুল্ কিতা-বি লাকা-না খাইরাল্লাহুম্; মিন্‌হুমুল্ মু''মিনূনা অ আক্‌ছারুহুমুল্

যদি কিতাবীরা ঈমান আনত, তাদেরই কল্যাণ হত। তাদের মধ্যে কিছু মু'মিন আর অধিকাংশ

الْفَٰسِقُونَ ﴿١١١﴾ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِن يُقَٰتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ

ফা-সিক্বূন্। ১১১। লাইঁ ইয়াদ্বুরররুকুম্ ইল্লা ~ আযান্; অইঁ ইয়ুক্বা-তিলূকুম্ ইয়ুঅল্লূকুমুল্ আদ্‌বা-রা

ফাসেক। (১১১) কষ্ট দান ছাড়া তারা ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তোমাদের বিপক্ষে লড়াই করে, তবে যারা পৃষ্ঠ

ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿١١٢﴾ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ

ছুম্মা লা-ইয়ুনছোয়ারূন্। ১১২। দ্বুরিবাত্ 'আলাইহিমুয্ যিল্লাতু আইনা মা-ছুক্বিফূ ~ ইল্লা-বিহাব্‌লিম্ মিনাল্লা-হি

প্রদর্শন করে তারা কোন সাহায্য পাবে না। (১১২) তারা লাঞ্ছিত হয়েছে আল্লাহ ও মানুষের প্রতিশ্রুতি ১ ছাড়া যেখানেই

وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۚ

অহাব্‌লিম্ মিনান্ না-সি অবা — উ বিগাদ্বোয়াবিম্ মিনাল্লা-হি অদ্বুরিবাত্ 'আলাইহিমুল্ মাস্‌কানাহ্;

তাদেরকে পাওয়া গেছে, সেখানেই তারা আল্লাহর গজবের পাত্র হয়েছে, তাদের উপর অভাব চাপিয়ে দেয়া হয়েছে,

তওবা করে নিল। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (বঃ কোঃ) টীকা ঃ (১) নারী, শিশু, বৃদ্ধ ও গীর্জার সাধুদের উপর আক্রমণ না করাই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। সন্ধি ও চুক্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধানই মানুষের ওয়াদা।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১১১ ঃ মদীনার ইহুদীরা যখন ইসলামের প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু– অবিশ্বাসী কোরাইশদের সাথে সম্মিলিত হয়ে ইসলাম ধ্বংসের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-কে বললেন, তারা এরূপ হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তা দিয়ে তোমাদেরকে সামান্য কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কোনই অনিষ্ট করতে পারবে না। আর ইহুদীরা সম্মুখ-সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে নিশ্চয়ই পরাজিত ও বিধ্বস্ত হবে এবং যার প্ররোচনায় তারা এরূপ অসম সাহসিকতার কার্যে লিপ্ত হবে, তারা কেউই তাদেরকে সাহায্য করবে না। (বঃ কোঃ)

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ؕ

যা-লিকা বিআন্নাহুম্ কা-নূ ইয়াক্‌ফুরূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি অইয়াক্বুতুলূনাল্ আম্‌বিয়া — য়া বিগাইরি হাক্ব্;
তা এ জন্য যে, তারা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করত এবং অন্যায়ভাবে নবীদেরকে হত্যা করত।

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿۱۱۳﴾ لَيْسُوْا سَوَآءً ؕ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ

যা-লিকা বিমা-'আছোয়াও অ কা-নূ ইয়া'তাদূন্। ১১৩। লাইসূ সাওয়া — আন্; মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি উম্মাতুন্
আর তা এজন্য যে, তারা সীমালংঘন করত। (১১৩) তারা সকলে সমান নয়, কিতাবের অনুসারীদের একদল ছিল

قَآئِمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَآءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿۱۱۴﴾ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

ক্বা — য়িমাতুই ইয়াত্‌লূনা আ-ইয়া-তিল্লা-হি আ-না — য়াল্ লাইলি অহুম্ ইয়াস্‌জুদূন্। ১১৪। ইয়ু'মিনূনা বিল্লা-হি
অবিচলিত, তারা রাত জেগে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং সেজদা করে। (১) (১১৪) তারা আল্লাহ ও

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِى

অল্ ইয়াওমিল্ আ-খিরি অইয়া''মুরূনা বিল্‌মা'রূফি অইয়ান্‌হাওনা 'আনিল্ মুন্‌কারি অইয়ুসা-রি'ঊনা ফিল্
পারকালে ঈমান রাখে তারা সৎকাজের আদেশ করে আর মন্দ কাজে বাধা দেয়; ভাল কাজে প্রতিযোগিতা করে

الْخَيْرٰتِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۱۱۵﴾ وَمَا يَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُّكْفَرُوْهُ ؕ

খাইরা-ত্; অউলা — য়িকা মিনাছ্ ছোয়া-লিহীন্। ১১৫। অমা- ইয়াফ্'আলূ মিন্ খাইরিন্ ফালাই ইয়ুক্‌ফারূহু;
আর নেক কাজে তারাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত। (১১৫) তাদেরকে ভাল কাজের প্রতিদান থেকে কখনও বঞ্চিত

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۱۶﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ تُغْنِىَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ

অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিল্‌মুত্তাক্বীন্। ১১৬। ইন্নাল্লাযীনা কাফারূ লান্ তুগ্‌নিয়া 'আন্‌হুম্ আমওয়া-লুহুম্ অলা ~
ও অস্বীকার করা হবে না। আর আল্লাহ জানেন মুত্তাকীদের সম্পর্কে। (১১৬) যারা কাফের তাদের সম্পদ ও সন্তানাদি

اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۱۱۷﴾ مَثَلُ

আওলা-দুহুম্ মিনাল্লা-হি শাইয়া-; অউলা — য়িকা আছ্‌হা-বুন্না-রি, হুম্ ফীহা-খা-লিদূন। ১১৭। মাছালু
কোন কাজে আসবে না আল্লাহর নিকট; এরাই জাহান্নামী; তথায় তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। (১১৭) তাদের উপমা

مَا يُنْفِقُوْنَ فِىْ هٰذِهِ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيْحٍ فِيْهَا صِرٌّ اَصَابَتْ حَرْثَ

মা- ইয়ুন্‌ফিক্বূনা ফী হা-যিহিল্ হাইয়া-তিদ্দুন্‌ইয়া-কামাছালি রীহিন্ ফীহা-ছিররুন্ আছোয়া-বাত্ হার্‌ছা
হচ্ছে তারা পার্থিব জীবনে যা ব্যয় করে তা ঐ হিমেল হাওয়ার ন্যায় যা আঘাত করল এমন লোকদের

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১১৩ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম, ছা'লাবা, আছদ এবং উছাইদ (রাঃ) যখন ইহুদী ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম কবূল করেন এবং নাজরানের চল্লিশজন খৃষ্টান, বিরাশীজন হাবশী এবং অপরাপর আটজন লোক একই সাথে ইসলাম কবুল করেন, তখন ইহুদীরা ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের সমালোচনা আরম্ভ করল যে, এরা আমাদের মধ্যে ধর্মহীন নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক। যদি তারা সম্ভ্রান্ত ও সৎলোক হত তবে স্বীয় বাপ-দাদার ধর্ম বর্জন করত না। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। নাসায়ী শরীফের বর্ণনা হতে বুঝা যায়, একদা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এশার নামাযে যেতে অনেক বিলম্ব করে ছিলেন, আর এ দিকে সাহাবারা মসজিদে সমবেত হয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় তাদের মধ্যে অস্থিরতা না আসা এবং অবিচলভাবে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর জন্য অপেক্ষা করে থাকার উপর প্রশংসা করে এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

قَوْمٍ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَاَهْلَكَتْهُ ؕ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

ক্বাওমিন্ জোয়ালামূ ~ আন্‌ফুসাহুম্ ফাআহ্‌লাকাত্‌হু; অমা-জোয়ালামাহুমুল্লা-হু অলা-কিন্ আন্‌ফুসাহুম্ ইয়াজ্‌লিমূন্।

শস্যক্ষেত্রকে যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। আল্লাহ জুলুম করেন নি বরং নিজেরাই নিজেদের প্রতি জুলুম করছে।

۝۱۱۸ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا ؕ

১১৮। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তাত্তাখিযূ বিত্বোয়া-নাতাম্ মিন্ দূনিকুম্ লা- ইয়া''লূনাকুম্ খাবা-লা-;

(১১৮) হে ঈমানদারেরা! নিজেদের ছাড়া অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা ত্রুটি করবে না

وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَآءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ ۚ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ

অদ্দূ মা-'আনিত্তুম্, ক্বাদ্ বাদাতিল্ বাগ্‌দ্বোয়া —উ মিন্ আফ্‌ওয়া-হিহিম্, অমা-তুখ্‌ফী ছুদূরুহুম্

তোমাদের অনিষ্ট করতে, তোমাদের ক্ষতিই তারা চায়; শত্রুতা তাদের মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়; কিন্তু মনের গোপন

اَكْبَرُ ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝۱۱۹ هٰٓاَنْتُمْ اُولَآءِ

আক্‌বার্; ক্বাদ্ বাইয়্যান্না-লাকুমুল্ আ-ইয়া-তি ইন্ কুন্‌তুম্ তা'ক্বিলূন্। ১১৯। হা ~ আন্‌তুম্ উলা —য়ি

বিষয়টি আরো ভয়াবহ, তোমাদের জন্য আয়াত বর্ণনা করলাম, যদি বুঝ। (১১৯) হ্যাঁ তোমরাই তাদেরকে ভালবাস,

تُحِبُّوْنَهُمْ وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتٰبِ كُلِّهٖ ۚ وَاِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْٓا

তুহিব্বূনাহুম্ অলা-ইয়ুহিব্বূনাকুম্ অতু''মিনূনা বিল্‌কিতা-বি কুল্লিহী, অইযা- লাক্বূকুম্ ক্বা-লূ ~

তারা তোমাদের ভালবাসে না, অথচ তোমরা সমস্ত কিতাবে বিশ্বাসী। আর যখন তারা তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে তখন বলে–

اٰمَنَّا ۖۚ وَاِذَا خَلَوْا عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ ؕ قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ ؕ

আ-মান্না-; অইযা– খালাও আদ্ব্‌দ্বূ 'আলাইকুমুল্ আনা- মিলা মিনাল্ গাইজ্; ক্বুল্ মূতূ বিগাইজিকুম্;

আমরা ঈমান এনেছি; কিন্তু যখন পৃথক হয় তখন ক্রোধে দাঁতে আঙ্গুল কাটে। বলুন, তোমাদের ক্রোধে তোমরাই মর;

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝۱۲۰ اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ۚ

ইন্নাল্লা-হা আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্। ১২০। ইন্ তাম্‌সাস্‌কুম্ হাসানাতুন্ তাসু''হুম্

নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্তরের সব কথা জানেন। (১২০) যদি তোমাদের কল্যাণ হয়, তবে তারা কষ্ট পায়,

وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا ؕ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لَا يَضُرُّكُمْ

অইন্ তুছিব্‌কুম্ সাইয়্যিয়াতুই ইয়াফ্‌রাহূ বিহা-; অইন্ তাছ্‌বিরূ অতাত্তাক্বূ লা-ইয়াদ্বুররুকুম্

আর তোমাদের কষ্টে তারা খুশী হয়। তোমরা ধৈর্য ধরলে আর সংযমী হলে তাদের চক্রান্ত তোমাদের ক্ষতি করতে

আয়াত-১১৭ ঃ অর্থাৎ তদ্রূপ আখেরাতে কাফেরদের দানও বিফল হয়ে যাবে। কেননা, কুফর দান কবুল হওয়ার বিরোধী। তথাপি "যালিম কওমের শস্যক্ষেত্র" বলার কারণ হল, মুসলমানদের কোন পার্থিব ক্ষতি হলে আখেরাতে সে তার বিনিময়ে নেকী অর্জন করবে। অথচ কাফেরদের ভাগ্যে তা জুটবে না। (বঃ কোঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত -১১৮ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, কতিপয় মুসলমান প্রাচীন প্রথা অনুসারে ইহুদীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা অক্ষুণ্ন রাখতে ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ফাসাদের ভয় প্রদর্শন পূর্বক এটা হতে নিষেধ করেন এবং এ আয়াতটি নাযিল করেন। অন্য বর্ণনায়, আয়াতটি মদীনার মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়। মুসলমানরা যেন তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না রাখে।

كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢١﴾ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ১২ ع ১১ ৩ রুকু

কাইদুহুম্ শাইয়া-; ইন্নাল্লা-হা বিমা- ইয়া'মালূনা মুহীত্ব্। ১২১। অইয্ গাদাওতা মিন্ আহ্লিকা

পারবে না। আল্লাহ তাদের কর্ম বেষ্টন করে আছেন। (১২১) যখন প্রত্যুষে স্বীয় পরিবার হতে বের হয়ে মু'মিনদেরকে

تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٢﴾ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ

তুবাওওয়িউল্ মু'মিনীনা মাক্বা-'ইদা লিল্ক্বিতা-ল্; অল্লা-হু সামী'উন্ 'আলীম্। ১২২। ইয্ হাম্মাত্বোয়া — য়িফাতা-নি

যুদ্ধের ঘাঁটিতে স্থাপন করছিলেন; আর আল্লাহ সবকিছু শুনেন, জানেন। (১২২) যখন তোমাদের দু দলের [১] সাহস

مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٣﴾ وَ

মিন্কুম্ আন্ তাফ্শালা-অল্লা-হু অলিয়্যুহুমা-; অ'আলাল্লা-হি ফাল্ইয়াতাওয়াক্কালিল মু''মিনূন্। ১২৩। অ

হারাবার উপক্রম হল; অথচ আল্লাহ উভয়ের সহায় ছিলেন; আল্লাহর উপরেই যেন মু'মিন নির্ভর করে। (১২৩) হীনবল

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ إِذْ

লাক্বাদ্ নাছোয়ারাকুমুল্লা-হু বিবাদ্রিওঁ অআন্তুম্ আযিল্লাহ্, ফাত্তাকু্ল্লা-হা লা'আল্লাকুম্ তাশ্কুরূন্। ১২৪। ইয্

থাকায় আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন; আল্লাহকে ভয় কর, যেন কৃতজ্ঞ হতে পার। (১২৪) যখন

تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ

তা 'ক্বূ্লু লিল্মু''মিনীনা আলাইঁ ইয়াক্ফিয়াকুম্ আই ইয়ুমিদ্দাকুম্ রব্বুকুম্ বিছালা-ছাতি আ-লা-ফিম্ মিনাল্ মালা — য়িকাতি

মু'মিনদের বলছিলেন যে, এটা কি যথেষ্ট নয় যে, যখন তোমাদের রবের নিকট থেকে প্রেরিত তিন হাজার ফেরেশতা

مُنْزَلِينَ ﴿١٢٥﴾ بَلَىٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ

মুন্যালীন্। ১২৫। বালা ~ ইন্ তাছ্বিরূ অতাত্তাক্বূ অ ইয়া''তূকুম্ মিন্ ফাওরিহিম্ হা-যা- ইয়ুম্দিদ্কুম্

দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। (১২৫) হ্যাঁ, যদি ধৈর্য ধর, সংযমী হও আর তারা যদি তোমাদের উপর চড়াও হয়,

رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ এক চতুর্থাংশ

রব্বুকুম্ বিখাম্সাতি আ-লা-ফিম্ মিনাল্ মালা — য়িকাতি মুসাওয়্যিমীন্। ১২৬। অমা-জ্বা'আলাহুল্লা-হু ইল্লা-বুশ্রা-

তবে তোমাদের রব পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। (১২৬) সুসংবাদ ও মনের প্রশান্তির

لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ

লাকুম্ অলিতাত্বমায়িন্না ক্বুলূবুকুম্ বিহ্; অমান্ নাছ্রু ইল্লা-মিন্ 'ইন্দিল্লা-হিল্ 'আযীযিল্

জন্যই আল্লাহ এটা করেছেন; আর সাহায্য তো কেবলমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়, যিনি পরাক্রমশালী,

টীকাঃ (১) মুনাফিক বাহিনী চলে গেলে আনসারদের দুই গোত্র বনু হারিছা ও বনু সালমা ওহুদ যুদ্ধ পরিচালনায় ভিন্নমত পোষণ করেছিল। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তাদের সাহস দিলেন। **শানেনুযূলঃ আয়াত-১২১ঃ** তৃতীয় হিজরীতে মক্কার কাফেররা তিন সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে মদীনা আক্রমণের উদ্দেশে যাত্রা করল। রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এ সংবাদ শ্রবণে ছাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে মাঠে নেমে যুদ্ধ করাই ঠিক করলেন। মহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে এক সহস্র সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে ওহুদ প্রান্তে যাত্রা করলেন। এই বাহিনীতে মুনাফিক প্রধান আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও যোগ দিয়েছিল। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশে পথিমধ্যে সে তিনশ' লোক নিয়ে সরে পড়ল। অবশিষ্ট সাত শ' ছাহাবী নিয়ে হুযূর (ছঃ)

الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ ☆

হাকীম্। ১২৭। লিইয়াক্‌ত্বোয়া'আ ত্বোয়ারাফাম্ মিনাল্লাযীনা কাফারূ ~ আও ইয়াক্‌বিতাহুম্ ফাইয়ান্‌ক্বালিবূ খা — য়িবীন্।

বিজ্ঞ। (১২৭) কাফেরদের একদলকে নিশ্চিহ্ন করা অথবা তাদের লাঞ্ছিত করার জন্য; যেন তারা নিরাশ হয়ে যায়।

﴿١٢٧﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ

১২৮। লাইসা লাকা মিনাল্ আম্‌রি শাইয়ুন্ আও ইয়াতূবা 'আলাইহিম্ আও ইয়ু'আয্‌যিবাহুম্ ফাইন্নাহুম্

(১২৮) আপনার করণীয় কিছু নেই, হয়ত তিনি তওবা গ্রহণ করবেন কিংবা শাস্তি দেবেন। কেননা, তারা

ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ

জোয়া-লিমূন্। ১২৯। অলিল্লা-হি মা-ফিস্ সামা-ওয়া-তি অমা-ফিল্ আরদ্বি ইয়াগ্‌ফিরু লিমাঁই ইয়াশা — উ অইয়ু'আয্‌যিবু

১৩ জালিম। (১২৯) আসমান-যমীনের সব কিছুই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন, যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন;

ع ৯ ৪ রুকু

مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا

মাঁই ইয়াশা — উ অল্লা-হু গাফূরুর্ রাহীম্। ১৩০। ইয়া ~ আইয়ুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-তা"কুলুর্ রিবা ~

আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৩০) হে মু'মিনরা! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না;

أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي

আদ্বআ-ফাম্ মুদ্বোয়া-'আফাতাওঁ অত্তাকু্ল্লা-হা লা'আল্লাকুম্ তুফ্‌লিহূন্। ১৩১। অত্তাকুন্ না-রাল্ লাতী ~

আল্লাহকে ভয় কর, যেন তোমরা নাযাত পাও। (১৩১) আগুনকে ভয় কর,

أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ☆

উ'ইদ্দাত্ লিল্‌কা-ফিরীন্। ১৩২। অআত্বী'উল্লা-হা অর্‌রাসূলা লা'আল্লাকুম্ তুর্‌হামূন্।

যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে কাফেরদের জন্য। (১৩২) আনুগত্য কর আল্লাহ ও রাসূলের যেন অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

﴿١٣٢﴾ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ لا

১৩৩। অসা-রি'উ ~ ইলা- মাগ্‌ফিরাতিম্ মির্ রব্বিকুম্ অজান্নাতিন্ 'আরদ্বুহাস্ সামা-ওয়া-তু অল্ আরদ্বু

(১৩৩) রবের ক্ষমার প্রতি ধাবমান হও প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে ঐ জান্নাতের প্রতি যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়,

أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ

উ'ইদ্দাত্ লিল্‌মুত্তাক্বীন্। ১৩৪। আল্লাযীনা; ইয়ুন্‌ফিকূনা ফিস্ সার্‌রা — য়ি অদ্দোয়ার্‌রা — য়ি অল্‌কা-জিমীনাল্

তা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত। (১৩৪) যারা ব্যয় করে, সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আর তারা ক্রোধ দমন করে,

ওহুদ পর্বতকে পিছনে রেখে রণক্ষেত্রে দাঁড়ালেন। আল্লাহ তা'আলা এই সম্বন্ধে পরবর্তী আয়াতসমূহে অতীতের বদর যুদ্ধের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বর্তমান অবস্থার উপর মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্বক উৎসাহিত করছেন। (সংক্ষিপ্তকারে জালালাইন হতে গৃহীত) শানেনুযূল ঃ আয়াত-১২৮ ঃ ওহুদের যুদ্ধে কাফেররা যখন পরাজিত হয়ে ময়দান থেকে পালাতে থাকে তখন রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নির্দেশ উপেক্ষা করে গিরিপথ রক্ষী তীরন্দাজ সৈন্যরাও তদীয় প্রধান ইবনে যুবাইরের আদেশ লঙ্ঘন করে গিরিপথ শূন্য করে গণীমতের মাল আহরণে লিপ্ত হলেন। তখন গিরিপথ উন্মুক্ত দেখে খালিদ বিন ওলিদের নেতৃত্বে কাফেররা সেই পথে যে কজন তখনও পাহারায় লিপ্ত ছিল তাঁদেরকে শহীদ করে। মুসলমানদের উপর পিছন দিক হতে হামলা করে বসে। তখন পলায়নপর কাফেররা ও ঘুরে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় মুসলমানরা কাফেরদের মোকাবিলায় স্থির

الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٣٥﴾ وَالَّذِيْنَ

গাইজোয়া অল্‌ 'আ-ফীনা 'আনিন্‌ না-সি অল্লা-হু ইয়ুহিব্বুল্‌ মুহ্‌সিনীন্‌। ১৩৫। অল্লাযীনা

আর ক্ষমা করে মানুষকে; আল্লাহ্‌ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। (১৩৫) আর তারা যখন

اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ ص

ইযা-ফা'আলূ ফা-হিশাতান্‌ আও জোয়ালামূ ~ আন্‌ফুসাহুম্‌ যাকারুল্লা-হা ফাস্‌তাগ্‌ফারূ লিযুনূবিহিম্‌

কোন অন্যায় করে ফেলে বা নিজেদের প্রতি জুলুম করে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে ও স্বীয় পাপের জন্য

وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ص وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ☆

অমাইঁ ইয়াগ্‌ফিরুয্‌ যুনূবা ইল্লাল্লা-হু; অলাম্‌ ইয়ুছির্‌রূ 'আলা-মা-ফা'আলূ অহুম্‌ ইয়া'লামূন্‌।

ক্ষমা চায়; আর ক্ষমাই বা কে করতে পারে আল্লাহ ছাড়া? তারা জেনে-শুনে কাজের উপর জিদ ধরে না।

اُولٰٓئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ﴿١٣٦﴾

১৩৬। উলা — য়িকা জ্বাযা — উহুম্‌ মাগ্‌ফিরাতুম্‌ মির্‌ রব্বিহিম্‌ অজ্বান্না-তুন্‌ তাজ্বরী মিন্‌ তাহ্‌তিহাল্‌ আন্‌হা-রু

(১৩৬) এরাই তারা, যাদের প্রতিদান হল রবের পক্ষ হতে ক্ষমা এবং চির আবাসযোগ্য জান্নাত, যার নিচ দিয়ে নহর

خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ﴿١٣٧﴾ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا

খা-লিদীনা ফীহা-; অনি'মা আজ্‌রুল্‌ 'আ-মিলীন্‌। ১৩৭। ক্বাদ্‌ খালাত্‌ মিন্‌ ক্বাব্‌লিকুম্‌ সুনানুন্‌ ফাসীরূ

প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; কর্মীদের প্রতিদান কতই না সুন্দর! (১৩৭) তোমাদের পূর্বে অনেক ঘটনা ঘটেছে,

فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٨﴾ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ

ফিল্‌ আর্‌দ্বি ফান্‌জুরূ কাইফা কা-না 'আ-ক্বিবাতুল্‌ মুকায্‌যিবীন্‌। ১৩৮। হা-যা- বাইয়া-নুল্‌ লিন্না-সি

তাই পৃথিবীতে ঘুরে দেখ যে, মিথ্যাবাদীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে? (১৩৮) এটা মানব জাতির জন্য বিশদ বর্ণনা,

وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿١٣٩﴾ وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ

অহুদাওঁ অমাওঁ 'ইজোয়াতুল্‌ লিল্‌মুত্তাক্বীন্‌। ১৩৯। অলা-তাহিনূ অলা-তাহ্‌যানূ অআন্‌তুমুল্‌ আ'লাওনা ইন্‌

আর হেদায়েত ও উপদেশ মুত্তাক্বীদের জন্য। (১৩৯) আর তোমরা শক্তিহারা ও দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে,

كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٤٠﴾ اِنْ يَّمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهٗ ؕ وَتِلْكَ

কুন্‌তুম্‌ মু''মিনীন্‌। ১৪০। ইঁ ইয়াম্‌সাস্‌কুম্‌ ক্বার্‌হুন্‌ ফাক্বাদ্‌ মাস্‌সাল্‌ ক্বাওমা ক্বার্‌হুম্‌ মিছ্‌লুহূ; অতিল্‌কাল্‌

যদি তোমরা মু'মিন হও। (১৪০) তোমরা আঘাত পেয়ে থাকলে তারাও তেমনি আঘাত পেয়েছে, এদিনসমূহকে

স্থির থাকতে পারলেন না। ফলে, রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এবং তাঁর আপন বিশিষ্ট বন্ধু ও সহচর-হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) এবং হযরত ওমর, হযরত আলী (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীবৃন্দসহ সেনা বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয় পড়লেন। তখন হুযূর (ছঃ) কাফরদের দ্বারা আক্রান্ত হলে উক্ত ছাহাবীরা রাসূল (ছঃ)কে রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। এ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিচের দন্তপাটি হতে সম্মুখস্থ দন্তদ্বয়ের ডান পার্শ্বস্থ দন্তটি শহীদ হয়ে যায় এবং মাথায়ও মারাত্মক আঘাত লাগে, যার রক্তে চেহারা মোবারক পর্যন্ত রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (ছঃ) বললেন, "সেই জাতি কিরূপে সফলকাম হতে পারে যারা স্বীয় নবীর মুখমণ্ডল রক্তে রঞ্জিত করে দিয়েছে।" তখন রাসূল (ছঃ)-কে তাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের দীক্ষার উদ্দেশে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৪০ঃ ওহুদের যুদ্ধের খবর পেতে বিলম্ব হলে মদীনাবাসী মহিলারা

الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ

আই ইয়া-মু নুদা-ওয়িলুহা-বাইনান্না-সি অলিইয়া'লামাল্লা-হুল্ লাযীনা আ-মানূ অইয়াত্তাখিযা মিন্‌কুম্

আমি মানুষের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ঘটাই; যেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে জানতে পারেন এবং কতককে শহীদরূপে গ্রহণ

شُهَدَآءَ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤١﴾ وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَيَمْحَقَ

শুহাদা — আ; অ ল্লা-হু লা-ইয়ুহিব্বুজ্ জোয়া-লিমীন্। ১৪১। অলিইয়ুমাহ্‌হিছোয়াল্লা-হুল্লাযীনা আ-মানূ অইয়ামহাক্বাল্

করতে পারেন; আল্লাহ জালেমদের ভালবাসেন না। (১৪১) যেন আল্লাহ মু'মিনদেরকে বিশুদ্ধ করতে পারেন এবং নির্মূল করতে

الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٢﴾ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا

কা-ফিরীন্। ১৪২। আম্ হাসিব্‌তুম্ আন্ তাদ্‌খুলুল্ জান্নাতা অলাম্মা- ইয়া'লামিল্লা-হুল্লাযীনা জ্বা-হাদূ

পারেন কাফেরদেরকে। (১৪২) তোমরা কি জান্নাতে প্রবেশ করার ধারণা পোষণ করছ? অথচ আল্লাহ এখনো জানেন নি

مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٣﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ

মিন্‌কুম্ অইয়া'লামাছ্ ছোয়া-বিরীন্। ১৪৩। অলাক্বাদ্ কুন্‌তুম্ তামান্নাওনাল্ মাওতা মিন্ ক্বাব্‌লি আন্

১৪ তোমাদের মধ্যে হতে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল? (১৪৩) আর তোমরা তো মরণ কামনা করেছিলে মৃত্যু

ع ১৪ ৫ রুকু

تَلْقَوْهُ ۖ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿١٤٤﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ

তাল্‌ক্বাওহু ফাক্বাদ্ রায়াইতুমূহু অআন্‌তুম্ তান্‌জুরূন্। ১৪৪। অমা- মুহাম্মাদুন্ ইল্লা-রাসূলুন্, ক্বাদ্

আসার পূর্বেই, এখন তোমরা তা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করছ। (১৪৪) আর মুহাম্মদ তো একজন রাসূল মাত্র। ইতোপূর্বে

خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۭ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ۭ

খালাত্ মিন্ ক্বাব্‌লিহির্ রুসুল্; আফায়িম্ মা-তা আও ক্বুতিলান্ ক্বালাব্‌তুম্ 'আলা ~ আ'ক্বা-বিকুম্;

অনেক রাসূল গত হয়ে গেছেন, যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন, তবে কি তোমরা পুনরায় পিছনে ফিরে যাবে?

وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰي عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـــًٔا ۭ وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ☆

অমাইঁ ইয়ান্‌ক্বালিব্ 'আলা-'আক্বিবাইহি ফালাইঁ ইয়াদ্‌ররাল্লা-হা শাইয়া-; অসাইয়াজ্‌যিল্লা-হুশ্ শা-কিরীন্।

আর যে ফিরে যায় সে আল্লাহর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, আর আল্লাহ যারা কৃতজ্ঞ তাদের পুরস্কৃত করবেন।

﴿١٤٥﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوْتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّؤَجَّلًا ۭ وَمَنْ

১৪৫। অমা-কা-না লিনাফ্‌সিন্ আন্ তামূতা ইল্লা-বিইয্‌নিল্লা-হি কিতা-বাম্ মুওয়াজ্জ্বালা-; অমাইঁ

(১৪৫) আর আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে কারও মৃত্যু হতে পারে না; যেহেতু প্রত্যেকের মেয়াদ নির্ধারিত; আর যে দুনিয়ার

উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং আগত দু ব্যক্তি হতে হুযূর (ছঃ) নিরাপদে আছেন শুনে একজন নারী বলে উঠলেন, তাঁর নিরাপদ থাকাই যথেষ্ট, অন্যান্য মুসলমানরা শহীদ হলেও কিছু আসে-যায় না। তখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। শানেনুযূল ঃ আয়াত- ১৪৩ঃ ২য় হিজরীতে বদর যুদ্ধে যে সকল ছাহাবা শহীদ হয়েছেন তাদের ফযীলত শোনে ছাহাবীরা বদরের ন্যায় কোন যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কথা কামনা করছিলেন যাতে তাঁরাও কাফেরদের সাথে অনুরূপ যুদ্ধ করে শাহাদত বরণ এবং শহীদের মর্যাদা অর্জন করতে পারেন অথবা জয়যুক্ত হয়ে গাজী হতে পরেন এবং গণীমতের মালের অধিকারী হতে পারেন। যা হোক, পরে যখন ওহুদ যুদ্ধ উপস্থিত হল, তখন মুষ্টিমেয় ছাহাবা ব্যতীত সকলের দৃঢ়তায় দোদুল্যমানতা দেখা দিল। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়।

يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۭ

ইয়ুরিদ্ ছাওয়া-বাদ্দুন্‌ইয়া-নু''তিহী মিন্‌হা-, ওমাইঁ ইয়ুরিদ্ ছাওয়া-বাল্ আ-খিরাতি নু''তিহী মিন্‌হা-;

সুযোগ চায়, তাকে সেখান থেকেই দিয়ে থাকি; আর যে পরকালের পুরস্কার চায়, আমি তাকে তাই দেই;

وَسَنَجْزِي الشّٰكِرِيْنَ ﴿١٤٥﴾ وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ ۙ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ ۚ فَمَا

অ সানাজ্‌যিশ্ শা-কিরীন্। ১৪৬। অকাআইয়্যিম্ মিন নাবিয়্যিন্ ক্বা-তালা মা'আহূ রিব্বিয়্যূনা কাছীরুন্, ফামা-

শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেব। (১৪৬) কত নবীর সাথী হয়ে বহু আল্লাহ ওয়ালা যুদ্ধ করেছে ; আল্লাহর পথে তাদের

وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ

অহানূ লিমা ~ আছোয়া-বাহুম্ ফী সাবীলিল্লা-হি অমা- দ্বোয়া'উফূ অমাস্‌তাকা-নূ; অল্লা-হু ইয়ুহিব্বুছ্

প্রতি বিপদ আসায় তারা না হীনবল হয়েছে, না হয়েছে দুর্বল, আর না নত হয়েছে; আল্লাহ ধৈর্যশীলদের

الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٤٦﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا

ছোয়া-বিরীন্। ১৪৭। অমা- কা-না ক্বাওলাহুম্ ইল্লা ~ আন্ ক্বা-লূ রব্বানাগ্ ফির্‌লানা- যুনূবানা- অইস্‌রা-ফানা-

ভালবাসেন। (১৪৭) তাদের কথা ছিল শুধু- হে রব! আমাদের পাপরাশি ও কাজের সীমালংঘনকে

فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٤٧﴾ فَاٰتٰىهُمُ اللّٰهُ

ফী ~ আম্‌রিনা-অছাব্বিত্ আক্বদা-মানা- অন্‌ছুর্‌না- 'আলাল্ ক্বাওমিল্ কা-ফিরীন্। ১৪৮। ফাআ-তা-হুমুল্লা-হু

ক্ষমা করে দিন; পা দৃঢ় করুন ও সাহায্য করুন কাফেরদের মোকাবেলায়। (১৪৮) আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন

ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ ۭ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٤٨﴾ يٰٓاَيُّهَا

ছাওয়া-বাদ্ দুন্‌ইয়া- অহুস্‌না ছাওয়া-বিল্ আ-খিরাহ্; অল্লা-হু ইয়ুহ্বিবুল্ মুহ্‌সিনীন্। ১৪৯। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্

পার্থিব কল্যাণ আর উত্তম পুরস্কার রয়েছে আখেরাতে ; আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (১৪৯) হে

১৫ ع ৫ ৬ রুকু

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تُطِيْعُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَرُدُّوْكُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ

লাযীনা আ-মানূ ~ ইন্ তুত্বী'উল্লাযীনা কাফারূ ইয়ারুদ্দূকুম্ 'আলা ~ আ'ক্বা-বিকুম্

ঈমানদারেরা! তোমরা যদি কাফেরদের কথা মান, তবে তারা তোমাদেরকে উল্টা দিকে ফেরাবে;

فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿١٤٩﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ النّٰصِرِيْنَ ﴿١٥٠﴾ سَنُلْقِيْ فِيْ

ফাতান্‌কালিবূ খা-সিরীন্। ১৫০। বালিল্লা-হু মাওলা-কুম্ অহুওয়া খাইরুন্ না-ছিরীন্। ১৫১। সানুল্‌ক্বী ফী

ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (১৫০) বরং আল্লাহই তোমাদের সহায়; তিনি উত্তম সাহায্যকারী। (১৫১) অতিশীঘ্রই কাফেরদের

ব্যাখ্যা ঃ আয়াত-১৪৫ ঃ আখেরাতের প্রেরণা এবং জান্নাতের উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদান এবং জিহাদে পার্থিব কি উপকার রয়েছে তার বর্ণনা সমাপ্ত করার পর এখানে দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের অসারতার ও নশ্বরতার বর্ণনা দিচ্ছেন। অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে দুনিয়াতে অনেকেই অতীত হয়েছে, ফিরাউনের ন্যায় দাম্ভিকও গিয়াছে। কিন্তু সকলেই তলিয়ে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারাই জয়ী হন যারা নেককার ছিলেন। সুতরাং ওহুদ যুদ্ধে সাময়িক ও আংশিক পরাজয় বরণ করলেও মুসলমানদের মনক্ষুণ্ন হওয়ার কিছুই নেই। কেননা, তাঁরা নিজেদের বিশৃঙ্খলাহেতু এই পরাজয় বরণ করেন। আগামীতে ঈমানের উপর মজবুত থাকলে এবং তাকওয়া অবলম্বন করলে তাঁদের বিজয় সুনিশ্চিত।

قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۚ

কু-লূবিল্লাযীনা কাফারুর্ রু'বা বিমা ~ আশ্‌রাকূ বিল্লা-হি মা-লাম্ ইয়ুনায্‌যিল্ বিহী সুল্‌ত্বোয়া-না-;

অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করব; কেননা, তারা আল্লাহর শরীক করেছে, যার অনুকূলে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি; তাদের আবাস

وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿١٥٢﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ

অমা"ওয়া-হুমুন্না-র্; অবি''সা মাছ্‌ওয়াজ্জোয়া-লিমীন্। ১৫২। অলাক্বাদ্ ছদাক্বাকুমুল্লা-হু অ'দাহূ ~ ইয্

আগুন; জালিমদের আবাস অতি নিকৃষ্ট। (১৫২) আল্লাহ তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা সত্যে পরিণত করেছেন; যখন তাঁর

تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ

তাহুস্‌সূনাহুম্ বিইয্‌নিহী হাত্তা ~ ইযা-ফাশিল্‌তুম্ অতানা-যা'তুম ফিল্ আম্‌রি অ 'আছোয়াইতুম্ মিম্

নির্দেশে হত্যা করেছিল তাদেরকে, যতক্ষণ না সাহস হারালে এবং আদেশ পালনে মতভেদ করলে; এবং তোমাদের

بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۚ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ

বা'দি মা ~ আরা-কুম্ মা-তুহিব্বূন্; মিন্‌কুম্ মাইঁ ইয়ুরীদুদ্ দুন্‌ইয়া- অমিন্‌কুম্ মাইঁ ইয়ুরীদুল্

মনঃপুত বস্তু দেখাবার পরও তোমরা অবাধ্য হয়েছিলে; তোমাদের কেউ কেউ কামনা করছিলে ইহকাল, কতক পরকাল;

الْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو

আ-খিরাহ, ছুম্মা ছরাফাকুম্ 'আনহুম্ লিইয়াব্‌তালিয়াকুম্, অলাক্বাদ্ 'আফা- 'আন্‌কুম্; অল্লা-হু যূ

তারপর তিনি পরীক্ষার জন্য তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন; অবশ্য তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন; আল্লাহ মু'মিনদের

فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٣﴾ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ

ফাদ্বলিন্ 'আলাল্ মু''মিনীন্। ১৫৩। ইয্ তুছ্'ইদূনা অলা-তাল্‌উনা 'আলা ~ আহাদিওঁ অর্‌রাসূলু

প্রতি দয়াবান। (১৫৩) যখন কারও প্রতি না তাকিয়ে উপরের দিকে ছুটছিলে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) পেছন হতে তোমাদের

يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ

ইয়াদ্'উকুম্ ফী ~ উখ্‌রা-কুম্ ফাআছা-বাকুম্ গাম্মাম্ বিগাম্মিল্ লিকাইলা- তাহ্‌যানূ 'আলা-মা-ফা-তাকুম্

ডাকছিলেন, ফলে তিনি তোমাদেরকে দুঃখের পর দুঃখ দিলেন; যেন তোমরা বিমর্ষ না হও। হারানো বস্তু বা তোমাদের

وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٤﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ

অলা-মা ~ আছোয়া-বাকুম্; অল্লা-হু খাবীরুম্ বিমা-তা'মালূন্। ১৫৪। ছুম্মা আন্‌যালা 'আলাইকুম্ মিম্ বা'দিল্

উপর অর্পিত বিপদের জন্য তোমরা যা কর, আল্লাহ তা জানেন। (১৫৪) তারপর দুঃখের পর শান্তি-তন্দ্রা পাঠালেন,

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৫৩ ঃ নবী করীম (ছঃ) ওহুদ যুদ্ধে পর্বতের সুড়ঙ্গ পথ হেফাজত কল্পে যে সৈন্যদল নিযুক্ত করেছিলেন, তারা যখন দেখল যে মুসলমানদের প্রবল আক্রমণে কাফের কোরাইশ-দল পালিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা শত্রুদের পরিত্যক্ত সমর-সম্ভার সংগ্রহের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এর নির্দেশ উপেক্ষা করে ঘাটি পরিত্যাগ পূর্বক ঊর্ধ্বশ্বাসে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। সুড়ঙ্গ পথ রক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যদের এই অনুপস্থিতির ফলে কোরাইশ সৈন্যদল পেছন দিক থেকে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ফলে মুসলমানরা দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। কিন্তু ওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে যখন অনেকে ভীতি ও নিরাশায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ۙ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ

গাম্মি আমানাতান্ নু'আ-সাইঁ ইয়াগ্‌শা-ত্বোয়া — য়িফাতাম মিন্‌কুম্ অত্বোয়া — য়িফাতুন্ ক্বাদ্ আহাম্মাত্‌হুম্ আন্‌ফুসুহুম্ ইয়াজুন্নূনা
যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করল, আর অন্য দল জাহেলী যুগের ন্যায় আল্লাহ্‌র ব্যাপারে অলীক

بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ؕ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قُلْ

বিল্লা-হি গাইরাল্ হাক্ব্ ক্বি জোয়ান্নাল্ জা-হিলিয়্যাহ্; ইয়াকুলূনা হাল্ লানা-মিনাল্ আম্‌রি মিন্ শাইয়িন্; কুল্
ধারণা করে নিজেরাই নিজেদেরকে উদ্বিগ্ন করল, তারা বলে, এ ব্যাপারে "আমাদের কি কিছু করার আছে?" বলুন,

اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ ؕ يُخْفُوْنَ فِیْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ؕ يَقُوْلُوْنَ لَوْ

ইন্নাল্ আম্‌রা কুল্লাহূ লিল্লা-হ; ইয়ুখ্‌ফূনা ফী ~ আন্‌ফুসিহিম্ মা-লা- ইয়ুব্‌দূনা লাক্; ইয়াকুলূনা লাও
সকল কিছুই তো একমাত্র আল্লাহর হাতে; তারা যা গোপনে করে আর যা প্রকাশ করে না। তারা বলে, যদি

كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ؕ قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِیْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ

কা-না লানা-মিনাল্ আম্‌রি শাইয়ুম্ মা-কু্তিল্‌না-হা-হুনা-; কু্ল্ লাও কুন্‌তুম্ ফী বুইয়ূতিকুম্ লাবারাযাল্
আমাদের অধিকার থাকত, তবে এখানে আমরা নিহত হতাম না। বলুন, যদি তোমরা স্বগৃহে থাকতে তবুও যাদের

الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ۚ وَلِيَبْتَلِیَ اللّٰهُ مَا فِیْ صُدُوْرِكُمْ

লাযীনা কুতিবা 'আলাইহিমুল্ ক্বাত্‌লু ইলা-মাদ্বোয়া-জ্বি'ইহিম্, অলিইয়াব্‌তালিয়াল্লা-হু মা- ফী ছুদূরিকুম্
জন্য নিহত হওয়া অবধারিত ছিল তারা বেরিয়ে পড়ত নিজেদের মৃত্যুর স্থানের দিকে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরের বিষয় পরীক্ষা

وَلِيُمَحِّصَ مَا فِیْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿١٥٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ

অলিইয়ুমাহ্‌হিছোয়া মা-ফী ক্বুলূবিকুম্; অল্লা-হু 'আলীমুম্ বিযা-তিছ্ ছুদূর্। ১৫৫। ইন্নাল্লাযীনা
আর মনের বিষয় নির্মূল করার জন্যই এটা করেছেন; আর আল্লাহ সবিশেষ অবহিত অন্তরের গোপন বিষয়ে। (১৫৫) যেদিন

تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا

তাওয়াল্লাও মিন্‌কুম্ ইয়াওমাল্ তাক্বাল্ জাম্'আ-নি ইন্নামাস্ তাযাল্লাহুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু বিবা'দি মা-
উভয় দল পরস্পর মুখোমুখী হয়েছিল, সেদিন পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীদের কোন কাজের কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন করেছিল; ১৬

كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٥٦﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا ع ৭ ৭

কাসাবূ অলাক্বাদ্ 'আফাল্লা-হু 'আন্‌হুম্; ইন্নাল্লা-হা গাফূরুন্ হালীম্। ১৫৬। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা- রুকু
অবশ্য আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দিলেন, আল্লাহই ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল। (১৫৬) হে মু'মিনরা! তোমরা তাদের মত

শানেনযূল ঃ আয়াত-১৫৪ ঃ এ যুদ্ধে যাঁরা শহীদ হওয়ার তাঁরা শহীদ হয়ে যান। আর যারা পশ্চাদপসরণকারী ছিল তারা সরে যায় এবং যাঁরা ময়দানে বিদ্যমান ছিলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে তাঁদের প্রতি তন্দ্রার আবির্ভাব হল, যেন তাঁদের অলসতা ও বিষণ্নতা দূরীভূত হয়ে যেন সাহসের উদ্ভব হয়। এ তন্দ্রায় তাঁদের অবস্থা ছিল এইরূপ– তাঁদের মাথা ঝিমাতে ঝিমাতে বুক পর্যন্ত উপনীত হচ্ছিল। যুবাইর (রাঃ) বলেন, এই তন্দ্রাবস্থায় আমি মুতআব ইবনে কোশাইয়েলের কথা স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় শ্রবণ করতে ছিলাম। সে বলতে ছিল– অর্থাৎ আমাদের অধিকার কিছুই নেই। তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ

তাকূনূ কাল্লাযীনা কাফারূ অক্বা-লূ লিইখ্‌ওয়া-নিহিম্ ইযা-দ্বোয়ারাবূ ফিল্ আর্‌দ্বি আও

হয়ো না যারা কুফ্‌রী করেছে এবং নিজেদের ভাইয়েরা যখন যমীনে ভ্রমণ করে বা যুদ্ধ করে তখন

كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا ۚ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ

কা-নূ গুযযাল্ লাও কা-নূ-'ইন্‌দানা-মা-মা-তূ অমা-ক্বুতিলূ লিইয়াজ্‌'আলাল্লা-হু যা-লিকা

তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের কাছে থাকত, তবে তারা না মরত, না নিহত হত ১। আল্লাহ এভাবেই

حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾ وَلَئِن

হাস্‌রাতান্ ফী ক্বুলূবিহিম্; অল্লা-হু ইয়ুহ্‌য়ী অইয়ুমীত্; অল্লা-হু বিমা-তা'মা-লূনা বাছীর্। ১৫৭। অলায়িন্

তাদের মনে আক্ষেপ সৃষ্টি করেন; আল্লাহ্‌ই বাঁচান এবং মারেন, আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম দেখেন। (১৫৭) আর যদি

قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

ক্বুতিলতুম্ ফী সাবীলিল্লা-হি আওমুত্‌তুম্ লামাগ্‌ফিরাতুম্ মিনাল্লা-হি অরাহ্‌মাতুন্ খাইরুম্ মিম্মা-ইয়াজ্‌মা'ঊন্।

তোমরা আল্লাহর পথে নিহত হও বা মারা যাও, অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ হতে ক্ষমা ও করুণা সঞ্চিত বস্তু হতে উত্তম।

وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ

১৫৮। অলায়িম্ মুত্তুম্ আওক্বুতিল্‌তুম্ লা ইলাল্লা-হি তুহ্‌শারূন্। ১৫৯। ফাবিমা-রাহ্‌মাতিম্ মিনাল্লা-হি লিন্‌তা লাহুম্

(১৫৮) যদি মারা যাও বা নিহত হও, নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে সমবেত হবে। (১৫৯) আর আল্লাহর করুণায় আপনি

وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ

অলাও কুন্‌তা ফাজ্জোয়ান্ গালীজোয়াল্ ক্বাল্‌বি লান্‌ফাদ্বদ্বূ মিন্ হাওলিকা ফা'ফু 'আন্‌হুম্

কোমল অন্তরের হয়েছেন, যদি চিত্তে কর্কশ ও কঠোর হতেন, তবে তারা আপনার নিকট হতে চলে যেত,

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ

অস্‌তাগ্‌ফির্ লাহুম্ অশা-ওয়ির্ হুম্ ফিল্ আম্‌রি ফাইযা- 'আযাম্‌তা ফাতাওয়াক্কাল্ 'আলাল্লা-হ্;

সুতরাং তাদের ক্ষমা করুন, ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং কাজেকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন, আল্লাহর উপর নির্ভর করুন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن

ইন্নাল্লা-হা ইয়ুহিব্বুল্ মুতাওয়াক্কিলীন্। ১৬০। ইঁ ইয়ান্‌ছুর্‌কুমুল্লা-হু ফালা-গা-লিবা লাকুম্ অইঁ

নিশ্চয়ই নির্ভরকারীদের আল্লাহ ভালবাসেন। (১৬০) আল্লাহ সাহায্য করলে তোমাদের উপর কেউ বিজয়ী হতে পারবে না;

টীকা-(১) ঃ আয়াত-১৫৭ ঃ তোমরা মনে কর যে, সফর অথবা জেহাদে বের না হয়ে এ মুহূর্তে মৃত্যুর হাত হতে রেহাই পেল। কিন্তু তা তো নিশ্চিত যে তোমাদেরকে একদিন না একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। আর অবশ্যই তোমাদের সকলকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। তখন তোমরা জানতে পারবে যারা শহীদ হয়েছে বা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ যে প্রতিদান দিবেন তা তোমাদের দুনিয়ায় সংগৃহীত ধন-সম্পদ হতে বহুগুণে বেশি। (ইবঃ কাঃ,) **শানেনুযূল ঃ আয়াত ১৫৯** ঃ ওহুদ যুদ্ধে যারা আদেশ লঙ্ঘণ করে পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পথ ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন তাদের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কোন উচ্চ-বাচ্য কিছু না করে আগের মত নম্র ব্যবহার ও শালীনতা পূর্ণ আলাপ করছিলেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে তাদের আত্ম-সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন। এতে সম্মতি জ্ঞাপক ও প্রশংসা সূচক এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

ইয়াখ্‌যুল্‌কুম্ ফামান্ যাল্লাযী ইয়ান্‌ছুরুকুম্ মিম্ বা'দিহী; অ'আলাল্লা-হি ফাল্‌ইয়া তাওয়াক্কালিল্

যদি তিনি সাহায্য না করেন, তবে কে আছে সাহায্য করার? শুধু আল্লাহতেই মু'মিনদের ভরসা

الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦١﴾ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ

মু'মিনূন্। ১৬১। অমা-কা-না লিনাবিয়্যিন্ আইঁ ইয়াগুল্; অমাইঁ ইয়াগ্‌লুল্ ইয়া''তি বিমা-গাল্ লা

করা উচিত। (১৬১) কোন নবীর পক্ষে সম্ভব নয় যে, কিছু গোপন করবেন; কেউ কিছু গোপন করলে ঐ বস্তুসহ কিয়ামতের

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٢﴾ أَفَمَنِ

ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাতি ছুম্মা তুওয়াফ্‌ফা- কুল্লু নাফ্‌সিম্ মা-কাসাবাত্ অহুম্ লা-ইয়ুজ্‌লামূন্। ১৬২। আফামানিত

দিন উঠবে, তারপর প্রত্যেককেই কর্মফল পূর্ণভাবে দেয়া হবে, কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। (১৬২) যে অনুবর্তী হয়

اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

তাবা'আ রিদ্বওয়া-নাল্লা-হি কামাম্ বা — য়া বিসাখাত্বিম্ মিনাল্লা-হি অমা'ওয়া-হু জ্বাহান্নাম্; অবি''সাল্ মাছী-র্।

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির, সে কি তার মত, যে আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়েছে? তার আবাস তো দোযখে, যা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى

১৬৩। হুম্ দারাজ্বা-তুন্ 'ইন্‌দাল্লা-হ্;অল্লা-হু বাছীরুম্ বিমা-ইয়া'মালূন্। ১৬৪। লাক্বাদ্ মান্নাল্লা-হু 'আলাল্

(১৬৩) তাদের মর্যাদা আল্লাহর নিকট বিভিন্ন স্তরের; আল্লাহ তাদের কর্ম দেখেন। (১৬৪) আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি করুণা করেছেন,

الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

মু'মিনীনা ইয্ বা'আছা ফীহিম্ রাসূলাম্ মিন্ আন্‌ফুসিহিম্ ইয়াত্‌লূ 'আলাইহিম্ আ-ইয়া-তিহী অইয়ুযাক্কীহিম্

তিনি তাদের কাছে তাদের মধ্য হতে রাসূল পাঠিয়েছেন, তিনি তাদেরকে আয়াত শুনান, পরিশুদ্ধ করেন

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١٦٤﴾ أَوَ

অইয়ু'আল্লিমুহুমুল্ কিতা-বা অল্ হিক্‌মাতা অইন্ কা-নূ মিন্ ক্বাব্‌লু লাফী দ্বোয়ালা-লিম্ মুবীন্। ১৬৫। আওয়া

এবং তাদের শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমাত, যদিও ইতোপূর্বে তারা প্রকাশ্য গোমরাহীতে ছিল। (১৬৫) কি ব্যাপার!

لَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا ۙ قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا ۖ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

লাম্মা ~ আছোয়া-বাত্‌কুম্ মুছীবাতুন্ ক্বাদ্ আছোয়াব্‌তুম্ মিছ্‌লাইহা- ক্বুলতুম্ আন্না- হা-যা-; কুল্ হুওয়া মিন্ 'ইন্‌দি

যখন তোমাদের বিপদ আসল, বললে এটা কিভাবে হল? অথচ এর দ্বিগুণ বিপদ তোমরা ঘটালে ১ ; বলুন, এ বিপদ

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৬১ঃ বদর যুদ্ধে মালে গণীমতের একখানা লাল রং-এর চাদর হারানো গিয়েছিল। একজন মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নাম দিয়েছিল। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। **শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৬৫ ঃ** বদর যুদ্ধের বিপর্যয় দেখে মুসলমানরা বললেন, এ বিপদ কোথা হতে আসল? অথচ আল্লাহর সাহায্যের কথা ছিল। তখন আলোচ্য আয়াতটি এ মর্মে অবতীর্ণ হয় যে, এই পরাজয় তোমাদেরই ভুলের পরিণামস্বরূপ হয়েছে এবং তোমাদের জয়ের তুলনায় এ পরাজয় নগণ্য বিষয়। এতে তিরস্কার ও সান্ত্বনা উভয়ই রয়েছে। টীকা ঃ (১) ওহুদ যুদ্ধে ৭০ জন মুসলিম শহীদ হন, কিন্তু এর দ্বিগুণ বিপদ কাফেরদের উপর বদর প্রান্তে হয়েছিল। ৭০ জন হয়েছিল নিহত আর ৭০ জন হয়েছিল বন্দী।

أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٦﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ

আন্‌ফুসিকুম্‌ ; ইন্নাল্লা-হা 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্‌ ক্বাদীর্‌। ১৬৬। অমা ~ আছোয়া-বাকুম্‌ ইয়াওমাল্‌ তাক্বাল্‌ জ্বাম্‌'আ-নি

তোমাদের পক্ষ থেকেই; আল্লাহ সর্বশক্তিমান। (১৬৬) যেদিন দু দল মুখোমুখী হয়েছিল, সেদিন তোমাদের মাঝে যা ঘটেছিল,

فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٧﴾ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا

ফাবিইয্‌নিল্লা-হি অলিইয়া'লামাল্‌ মু'মিনীন্‌। ১৬৭। অলিইয়া'লামাল্লাযীনা না-ফাক্বূ অক্বীলা লাহুম্‌ তা'আ-লাও

তা আল্লাহর হুকুমেই ঘটেছিল যেন মু'মিনদের চিনা যায়। (১৬৭) আর মুনাফিকদের চিনার জন্য তাদের বলা হল, আস আল্লাহর

قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَوِ ادْفَعُوا ۖ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ ۗ هُمْ

ক্বা-তিলূ ফী সাবীলিল্লা-হি আওয়িদ্‌ফা'উ; ক্বা-লূ লাও না'লামু ক্বিতা-লাল্‌ লাত্তাবা'না-কুম্‌; হুম্‌

পথে যুদ্ধ কর কিংবা প্রতিরোধ কর; তারা বলল, যদি আমরা যুদ্ধ হবে জানতাম, তবে অবশ্যই তোমাদের অনুসরণ করতাম;

لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي

লিল্‌কুফ্‌রি ইয়াওমায়িযিন্‌ আক্ব্‌রাবু মিন্‌হুম্‌ লিল্‌ ঈমা-নি ইয়াক্বূলূনা বিআফ্‌ওয়া-হিহিম্‌ মা-লাইসা ফী

তারা সেদিন ঈমান অপেক্ষা কুফ্‌রীর নিকটবর্তী ছিল। তারা তাদের মুখে যা বলে তা তাদের অন্তরে নেই; আল্লাহ তাদের

قُلُوبِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٨﴾ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ

ক্বুলূবিহিম্‌; অল্লা-হু আ'লামু বিমা-ইয়াক্‌তুমূন্‌। ১৬৮। আল্লাযীনা ক্বা-লূ লিইখ্‌ওয়া-নিহিম্‌ অক্বা'আদূ লাও

গোপন বিষয় সম্যক অবহিত,। (১৬৮) আর যারা ঘরে বসে নিজেদের ভাইদের ব্যাপারে বলল, যদি আমাদের কথা মানত

أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ۗ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

আত্বোয়া-'ঊনা- মা-ক্বু্তিলূ; ক্বু্ল্‌ ফাদ্‌রা'উ 'আন্‌ আন্‌ফুসিকুমুল্‌ মাওতা ইন্‌ কুন্‌তুম্‌ ছোয়া-দিক্বীন্‌।

তবে নিহত হত না; বলুন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে, নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও।

﴿١٦٩﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

১৬৯। অলা-তাহ্‌সাবান্নাল্লাযীনা ক্বু্তিলূ ফীসাবী লিল্লা-হি আম্‌ওয়া-তা-; বাল্‌ আহ্‌ইয়া — উন্‌ 'ইন্‌দা রব্বিহিম্‌

(১৬৯) আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তাদের কখনও মৃত ভের না, বরং তারা জীবিত, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক

يُرْزَقُونَ ﴿١٧٠﴾ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ

ইয়ুর্‌যাক্বূ্ন্‌। ১৭০। ফারিহীনা বিমা ~ আ-তা-হুমুল্লা-হু মিন্‌ ফাদ্ব্‌লিহী অইয়াস্‌তাব্‌শিরূনা বিল্লাযীনা লাম্‌

পাচ্ছে। (১৭০) তাতে তারা খুশী যা আল্লাহ্‌ তাদের দান করেছেন নিজ অনুগ্রহে; যারা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়নি

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৬৯ ঃ বদর যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের আত্মাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা এক প্রকারের সবুজ পাখির আকৃতিতে রূপান্তরিত করে বেহেশতের উদ্যানে ও ঝর্ণায় বিচরণ ক্ষমতা প্রদান করেন এবং আরও বহু পুরস্কারে পুরস্কৃত করেন। তখন তাঁরা পৃথিবীতে তাঁদের এই প্রচুর আনন্দ বহুল জীবনযাপনের কথা জানিয়ে দিতে ইচ্ছা করলেন। তখন তাদের এই স্পৃহা অনুসারে আল্লাহ্‌ তা'আলা শাহাদত বরণকারীদের অবস্থা মু'মিনদের অবহিত করার উদ্দেশে এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। (বঃ কোঃ আংশিক সংযোজিত)

يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧١﴾ يَسْتَبْشِرُونَ

ইয়াল্‌হাকূ বিহিম্ মিন্ খাল্‌ফিহিম্ আল্লা-খাওফুন্ 'আলাইহিম্ অলা-হুম্ ইয়াহ্‌যানূন্। ১৭১। ইয়াস্‌তাব্‌শিরূনা

পিছনে আছে, তাদের জন্য আনন্দ করে; তাদের নেই কোন ভয়, আর নেই কোন চিন্তা। (১৭১) তারা আল্লাহর নিয়ামত

بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧٢﴾ الَّذِينَ

বিনি'মাতিম্ মিনাল্লা-হি অফাদ্বলিওঁ অআন্নাল্লা-হা লা-ইয়ুদ্বী'উ আজ্‌রাল্ মু'মিনীন্। ১৭২। আল্লাযীনাস

ও করুণায় আনন্দিত; আর আল্লাহ তো মু'মিনদের পারিশ্রমিক নিষ্ফল করেন না। (১৭২) যারা আঘাতের

اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا

তাজ্বা-বূ লিল্লা-হি অর্‌রাসূলি মিম্ বা'দি মা-আছোয়া-বাহুমুল্ ক্বার্‌হু লিল্লাযীনা আহ্‌সানূ

পরও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা নেক কাজ করে ও তাকওয়ার অনুসারী

مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٣﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا

মিন্‌হুম্ অত্তাক্বাও আজ্‌রুন্ 'আজীম্। ১৭৩। আল্লাযীনা ক্বা-লা লাহুমুন্না-সু ইন্নান্না-সা ক্বাদ্ জ্বামা'উ

তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান আছে। (১৭৩) তারা এমন মানুষ যে, লোকেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে লোক একত্রিত হয়েছে,

لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ☆

লাকুম্ ফাখ্‌শাওহুম্ ফাযা-দাহুম্ ঈমা-নাওঁ, অক্বা-লূ হাস্‌বুনাল্লা-হু অনি'মাল্ অকীল্।

কাজেই তোমরা তাদের ভয় কর; এতে তাদের ঈমান বাড়ল; তারা বলল, আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই উত্তম কার্য নির্বাহক।

﴿١٧٤﴾ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ

১৭৪। ফান্‌ক্বালাবূ বিনি'মাতিম্ মিনাল্লা-হি অফাদ্বলিল্ লাম্ ইয়াম্‌সাস্‌হুম্‌সূ — উওঁ অত্তাবা'উ রিদ্বওয়া-নাল্লা-হ্;

(১৭৪) তারা ফিরে গেল আল্লাহর নিয়ামত ও করুণা নিয়ে কোন অসুবিধাই তাদের হয়নি; তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির অনুবর্তী হয়েছিল;

وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٥﴾ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا

অল্লা-হু যূ ফাদ্বলিন্ 'আজীম্। ১৭৫। ইন্নামা-যা-লিকুমুশ্ শাইত্বোয়া-নু ইয়ুখাও ওয়িফু আওলি ইয়া — আহূ ফালা-

আল্লাহ অসীম দয়ালু। (১৭৫) শয়তানই তার বন্ধুদের দিয়ে তোমাদের ভয় দেখায়; তোমরা তাদেরকে ভয়

تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٦﴾ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ

তাখা-ফূহুম্ অ খা-ফূনি ইন্ কুন্‌তুম্ মু''মিনীন্। ১৭৬। অলা-ইয়াহ্‌যুন্‌কাল্লাযীনা ইয়ুসা-রি'উনা

করো না আমাকে ভয় কর; যদি তোমরা মু'মিন হও। (১৭৬) আপনাকে যেন চিন্তিত করতে না পারে ঐসব লোকেরা যারা

ওয়াকফে লাযেম ১৭ ع ১৬ ৮ রুকু মোআ-২

শানেনুযূল ঃ আয়াত ১৭২ ঃ ওহুদ যুদ্ধ শেষে নবী করীম (ছঃ)-এর ডাকে ছাহাবীরা আহত অবস্থায়ই কাফেরদের পিছু ধাওয়া করেছিলেন, উক্ত আয়াতে এ কথার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

আয়াত-১৭৪ ঃ ওহুদ প্রান্তর ত্যাগকালে আবূ সুফিয়ান মুসলিম বাহিনীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, আগামী বছর আমরা পুনরায় তোমাদের বদর প্রান্তরে দেখে নেব। কিন্তু যথা সময়ে আসার সাহস তাদের হয়নি। নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে গোপনে এক লোককে মদীনায় পাঠিয়ে দিল। সে বলল, কাফেররা বিরাট বাহিনী সমর প্রস্তুতি নিয়ে আসছে, যার মুকাবিলা করার সাহস ও শক্তি কারও নেই।

فِي الْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا

ফিল্‌কুফ্‌রি ইন্নাহুম্ লাইঁ ইয়াদ্বুর্‌রুল্লা-হা শাইয়া-; ইয়ুরীদুল্লা-হু আল্লা-ইয়াজ্‌'আলা লাহুম্ হাজ্‌জোয়ান্

ধাবিত হয় কুফ্‌রীর দিকে, নিশ্চয়ই ওরা আল্লাহরও ক্ষতি করতে পারবে না; আল্লাহ্ তাদেরকে কোন অংশ দিতে

فِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ

ফিল্‌আ-খিরাতি অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আজীম্। ১৭৭। ইন্নাল্লাযীনাশ্ তারাউল্ কুফ্‌রা বিল্ ঈমা-নি লাইঁ

চান না আখেরাতে, তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (১৭৭) যারা ঈমানের পরিবর্তে কুফ্‌রী গ্রহণ করেছে তারা

يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

ইয়াদ্বুর্‌রুল্লা-হা শাইয়া-; অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ১৭৮। অলা-ইয়াহ্‌সাবান্নাল্লাযীনা কাফারূ ~

আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না; তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাময় শাস্তি। (১৭৮) কাফেররা যেন কখনও মনে না করে যে,

أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ

আন্নামা-নুম্‌লী লাহুম্ খাইরুল্ লিআন্‌ফুসিহিম্; ইন্নামা- নুম্‌লী লাহুম্ লিইয়াযْদা-দূ ~ ইছ্‌মান্ অলাহুম্

আমি তাদের মঙ্গলের জন্য অবসর দেই; আমি তো পাপ বৃদ্ধির জন্য অবকাশ দেই, তাদের জন্য

عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٧٩﴾ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ

'আযা-বুম্ মুহীন। ১৭৯। মা-কা-নাল্লা-হু লিইয়াযারাল্ মু''মিনীনা 'আলা-মা ~ আন্‌তুম্ 'আলাইহি হাত্তা-

লাঞ্ছনাময় শাস্তি আছে। (১৭৯) যে অবস্থায় তোমরা আছ সে অবস্থায় আল্লাহ্ মু'মিনদেরকে ছাড়তে পারেন না; যতক্ষণ না

يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ

ইয়ামীযাল্ খাবীছা মিনাত্ত্বোইয়্যিব্; অমা-কা-নাল্লা-হু লিইয়ুত্বলি'আকুম্ 'আলাল্ গাইবি অলা-কিন্নাল্

পবিত্র হতে অপবিত্রকে পৃথক করতে পারেন; আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদেরকে খবর দেবেন অদৃশ্যের; তবে

اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۖ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَإِنْ تُؤْمِنُوا

লা-হা ইয়াজ্‌তাবী মির্ রুসুলিহী মাইঁ ইয়াশা — উ ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি অরুসুলিহী অইন্ তু''মিনূ

আল্লাহ রাসূলদের মধ্য হতে ইচ্ছামত বেছে নেন, অতএব আল্লাহ ও রাসূলদের বিশ্বাস কর; যদি তোমরা ঈমান আন আর

وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٨٠﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ

অতাত্তাকূ ফালাকুম আজ্‌রুন্ 'আজীম্। ১৮০। অলা-ইয়াহ্‌সাবান্নাল্লাযীনা ইয়াব্‌খালূনা বিমা ~ আ-তা-হুমুল্লা-হু

ভয় কর, তবে তোমাদের জন্য রয়েছে বড় প্রতিদান। (১৮০) আর যারা কৃপণতা করে আল্লাহর অনুগ্রহে প্রাপ্ত বস্তুতে তারা

এ সংবাদে কোন কোন মুসলমানের মনে ভয়ের সঞ্চার হলেও রাসূল (ছঃ) যখন ঘোষণা করলেন যে, কেউ না গেলেও আমি একা তাদের মুকাবিলায় বের হব। এতে ১৫০০ শ' সাহাবীর এক বাহিনী তাঁর সঙ্গে বদরে উপস্থিত হন। আটদিন অপেক্ষা করে তারা ফিরে আসেন, কিন্তু আবূ সুফিয়ান ও তার বাহিনী আসেনি।

যোগসূত্র ঃ আয়াত-১৭৯ ঃ পৃথিবীতে কাফেরদের প্রতি কোন শাস্তি না আসায় যেমন এই মর্মে সন্দেহ হচ্ছিল যে, তারা মরদুদ ও বিতাড়িত নয়, যদি তাই হত তাদের প্রতি শাস্তি এসে যেত। পূর্ববর্তী আয়াত এই সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের প্রতি দুনিয়াবী বিভিন্ন বিপদাপদের ফলে সন্দেহ হতে পারে যে মুসলমানরা হয়ত আল্লাহর মকবুল বান্দা নয়। তাই যদি হবে তবে

مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ؕ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ

মিন্‌ ফাদ্বলিহী হুওয়া খাইরাল্লাহুম্‌; বাল্‌ হুওয়া শার্‌রুল্লাহুম্‌; সাইয়ুত্বোয়াওয়্যাক্বূনা মা- বাখিল্‌ বিহী ইয়াওমাল্‌ ক্বিয়া-মাহ্‌;
যেন একে কল্যাণ মনে না করে; বরং এটা তাদের জন্য অকল্যাণকর, কিয়ামতের দিন কৃপণতার বস্তু গলার বেড়ি হবে; ১৪

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٨١﴾ لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ ع ৯ ৯

অলিল্লা-হি মীরা-ছুস্‌ সামা-ওয়া-তি অল্‌ আর্‌দ্ব; অল্লা-হু বিমা- তা'মালূনা খাবীর্‌। ১৮১। লাক্বাদ্‌ সামি'আল্লা-হু রুকু
আকাশ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের খবর রাখেন। (১৮১) আল্লাহ তাদের

قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ فَقِيْرٌ وَّنَحْنُ اَغْنِيَآءُ ۘ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ ওয়াক্বফে লাযেম

ক্বাওলাল্লাযীনা ক্বা-লূ ~ ইন্নাল্লা-হা ফাক্বীরুওঁ অনাহ্‌নু আগ্‌নিয়া — উ। সানাক্‌তুবু মা-ক্বা-লূ অক্বাত্‌লাহুমুল্‌
কথা শুনছেন, যারা বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ গরীব আর আমরা ধনী[১], অবশ্যই আমি তাদের কথা ও অন্যায়ভাবে

الْاَنْۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۙ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴿١٨٢﴾ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ

আম্‌বিয়া — য়া বিগাইরি হাক্ব্‌ক্বিওঁ অনাক্বূলু যূক্বূ 'আযা-বাল্‌ হারীক্ব্‌। ১৮২। যা-লিকা বিমা- ক্বাদ্দামাত্‌
নবী-হত্যা করার বিষয় লিখে রাখছি, আর আমি বলব, অগ্নির শাস্তি ভোগ কর। (১৮২) এটা সেই কাজের ফল যা

اَيْدِيْكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿١٨٣﴾ اَلَّذِيْنَ قَالُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ عَهِدَ

আইদীকুম্‌ অআন্নাল্লা-হা লাইসা বিজোয়াল্লা-মিল্‌লিল্‌'আবীদ্‌। ১৮৩। আল্লাযীনা ক্বা-লূ ~ ইন্নাল্লা-হা 'আহিদা
তোমরা স্বহস্তে অর্জন করেছ; আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না। (১৮৩) যারা বলে, আল্লাহ নির্দেশ করেছেন,

اِلَيْنَاۤ اَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَاْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَاْكُلُهُ النَّارُ ؕ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ

ইলাইনা ~ আল্লা-নু'মিনা লিরাসূলিন্‌ হাত্তা–ইয়া"তিয়ানা–বিকু্‌র্‌বা নিন্‌ তা"কুলুহুন্‌ না-রু; কু্‌ল ক্বাদ্‌ জা — য়াকুম্‌
যেন আমরা বিশ্বাস না করি কোন রাসূলকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার কোরবানী আগুন এসে খেয়ে ফেলে।[২]; বলুন, তোমাদের নিকট

رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالَّذِيْ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ *

রুসুলুম্‌ মিন ক্বাব্‌লী বিল্‌বাইয়্যিনা-তি অবিল্লাযী কু্‌ল্‌তুম্‌ ফালিমা ক্বাতাল্‌তুমূহুম ইন্‌ কুন্‌তুম্‌ ছোয়া-দিক্বীন্‌।
বহু রাসূল এসেছেন বহু প্রমাণ ও তোমাদের কথিত বক্তব্য নিয়ে আমার পূর্বে; তবে কেন তাদের হত্যা করলে? যদি সত্যবাদী হও।

﴿١٨٤﴾ فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَآءُوْ بِالْبَيِّنٰتِ وَالزُّبُرِ

১৮৪। ফাইন্‌ কায্‌যাবূকা ফাক্বাদ্‌ কুয্‌যিবা রুসুলুম্‌ মিন্‌ ক্বাব্‌লিকা জা — উ বিল্‌বায়্যিনা-তি অয্‌যুবুরি অল্‌
(১৮৪) যদি আপনাকে মিথ্যা বলে, ইতোপূর্বেও তারা বহু রাসূলকে মিথ্যা বলেছে; যাঁরা এসেছিল নিদর্শন,

তাদের উপর এমন বিপদাপদ কেন পতিত হয়ঃ আলোচ্য আয়াতে এর রহস্যাবলীর বিবরণ দিয়ে উক্ত সন্দেহের অপনোদন করা হচ্ছে। কাজেই তাদের মকবুল বান্দা হওয়াতে আর কোন সন্দেহ থাকল না। (বঃ কোঃ) শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৮২ঃ একদা কা'ব ইবনে আশরফ, মালেক ইবনে ছাইফ, ওয়াহাব ইবনে ইহুদা, এবীদ ইবনে তাবুত, ফখাছ ইবনে আযুরা এবং হাই ইবনে আখতাব প্রমুখ ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছঃ) কে বলল, "আমাদের প্রতি তওরাতে এই আদেশ রয়েছে যে, আমরা যেন কোন নবীর উপর ঈমান না আনি যে পর্যন্ত আমরা নবীর নিকট এইরূপ মু'জিযা প্রত্যক্ষ না করি যে, তিনি আল্লাহর নামে কোন কোরবানী করলে তা আকাশ হতে অগ্নি এসে ভস্মিভূত করে দেয়। অতএব তুমি এ মু'জিযা দেখাতে পারলে আমরা তোমার উপর ঈমান আনব।" তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। (বঃ কোঃ) টীকা ঃ (১) পবিত্র কোরআনে যখন আল্লাহকে

الْكِتٰبِ الْمُنِيْرِ ﴿١٨٥﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ

কিতা-বিল্ মুনীর্। ১৮৫। কুল্লু নাফ্‌সিন্ যা — য়িকাতুল্ মাওত্; অইন্নামা- তুওয়াফ্‌ফাওনা উজূ্‌রাকুম্

গ্রন্থরাজি এবং উজ্জ্বল কিতাব নিয়ে। (১৮৫) জীব মাত্রই মৃত্যুবরণ করবে; অবশ্যই কিয়ামতে তোমাদের পূর্ণ

يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ

ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; ফামান্ যুহ্‌যিহা'আনিন্না-রি অউদ্‌খিলাল্ জান্নাতা ফাক্বাদ্ ফা-য্; অমাল্ হাইয়া-তুদ্

পুরস্কার দেয়া হবে। যাকে আগুন থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে নেয়া হবে, সে'ই সফলকাম। দুনিয়াবী জীবন

الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿١٨٦﴾ لَتُبْلَوُنَّ فِيْٓ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

দুন্‌ইয়া ~ ইল্লা-মাতা-'উল্ গুরূর্। ১৮৬। লাতুব্‌লাউন্না ফী ~ আম্‌ওয়া-লিকুম্ অআন্‌ফুসিকুম্

শুধুমাত্র ছলনাময়, ক্ষণিকের ভোগের সামগ্রী মাত্র। (১৮৬) তোমরা জান ও মাল দিয়ে আরও পরীক্ষিত হবে; অবশ্যই

وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْٓا

অলাতাস্‌মা'উন্না মিনাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা মিন্ ক্বাব্‌লিকুম অমিনাল্লাযীনা আশ্‌রাকূ ~

তোমরা শুনবে পূর্বের কিতাবের অনুসারী ও মুশরিকদের পক্ষ হতে অনেক কষ্টদায়ক কথা;

اَذًى كَثِيْرًا ۗ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٨٧﴾ وَاِذْ

আযান্ কাছীরা-; অইন্ তাছ্‌বিরূ অতাত্তাকু্ ফাইন্না যা-লিকা মিন্ 'আয্‌মিল্ উমূর্। ১৮৭। অইয্

যদি ধৈর্য অবলম্বন কর ও পরহেজগার হও, তবে তা সাহসের কাজই হবে। (১৮৭) আর যখন

اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ ز

আখাযাল্লা-হু মীছা-ক্বাল্লাযীনা উতুল্ কিতা-বা লাতুবাইয়্যিনুন্নাহূ লিন্না-সি অলা- তাক্‌তুমূনাহূ

আল্লাহ অঙ্গীকার নিয়েছেন কিতাবীদের নিকট থেকে যে, তোমরা মানুষকে কিতাবের বর্ণনা দেবে তা গোপন করবে না;

فَنَبَذُوْهُ وَرَآءَ ظُهُوْرِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۗ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ ⭑

ফানাবাযূহু অরা — য়া জুহূরিহিম্ অশ্‌তারাও বিহী ছামানান্ ক্বালীলা-; ফাবি''সা মা-ইয়াশ্‌তারূন্।

কিন্তু তারা তা অগ্রাহ্য করে ও তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে; সুতরাং বিনিময় হিসেবে তারা যা গ্রহণ করল তা কতই না নিকৃষ্ট।

﴿١٨٨﴾ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اَتَوْا وَّيُحِبُّوْنَ اَنْ يُّحْمَدُوْا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوْا

১৮৮। লা-তাহ্‌সাবান্নাল্লাযীনা ইয়াফ্‌রাহূনা বিমা ~ আতাও অইয়ুহিব্বূনা আঁই ইয়ুহ্‌মাদূ বিমা-লাম্ ইয়াফ্'আলূ

(১৮৮) তুমি কখনও ধারণা করবে না যে, যারা স্বীয় কর্মে আনন্দিত; কাজ না করে প্রশংসা পাওয়ার দাবীদার;

ঋণ দেয়ার কথা বলা হল, তখন ইহুদীরা ঠাট্টা করে উক্ত কথা বলে (২) পূর্বে কোরবানীর এই নিয়ম ছিল যে, কারো কোরবানী কবুল হলে, আগুন এসে তা জ্বালিয়ে দিত। আর যার কোরবানী কবুল হত না তা পড়ে থাকত।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৮৮ঃ এ আয়াতটি ঐ সব মুনাফিকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়, যারা যুদ্ধে যাওয়ার সময় এখানে-সেখানে আত্মগোপন করে থাকত। আর এর উপরই তারা সন্তুষ্ট থাকত। অতঃপর হুযূর (ছঃ) যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন করলে তারা তাড়াহুড়া করে আসত এবং না যাওয়ার উপর বিভিন্ন কাল্পনিক কারণ দর্শাত এবং বলত আমাদের বাসনা ছিল আপনার সঙ্গে যাওয়ার কিন্তু কি করি? অমুক কাজে লিপ্ত থাকায় যাওয়া হয়নি। উদ্দেশ্য- না গিয়েও নাম অর্জন করা।

فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٩﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ

ফালা– তাহ্সাবান্নাহুম্ বিমাফা-যাতিম্ মিনাল্ 'আযা-বি অলাহুম্ 'আযা-বুন্ আলীম্। ১৮৯। অলিল্লা-হি মুল্কুস্

এরা আযাব হতে মুক্তি পাবে বলে মনে করে না, তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক আযাব। (১৮৯) আকাশ ও ১৯

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩٠﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ ع ৯ ১০

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি; অল্লা-হু 'আলা-কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর্। ১৯০। ইন্না ফী খাল্ক্বিস্ সামা-ওয়া-তি রুকু

পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর; আল্লাহ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (১৯০) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে,

وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩١﴾ الَّذِينَ

অল্ আর্দ্বি অখ্তিলা-ফিল্ লাইলি অন্নাহা-রি লাআ-ইয়া-তিল্ লিউলিল্ আল্বা-ব্। ১৯১। আল্লাযীনা

রাত ও দিনের পার্থক্যে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য[১]। (১৯১) তারা

يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

ইয়ায্কুরূনাল্লা-হা ক্বিয়া-মাওঁ অকু'উদাওঁ অ'আলা-জুনূ বিহিম্ অইয়াতাফাক্কারূনা ফী খাল্ক্বিস্

আল্লাহকে স্মরণ করে, দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শোয়া অবস্থায় আর আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا ۚ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ

সামা-ওয়া-তি অল্ আর্দ্বি, রব্বানা- মা- খালাক্বতা হা-যা-বা-ত্বিলা-; সুব্হা-নাকা ফাক্বিনা- 'আযা-বান্

চিন্তা করে; আর বলে, হে আমাদের রব! এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি; পবিত্রতা আপনার, আমাদেরকে অগ্নির শাস্তি হতে

النَّارِ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ

না-র্। ১৯২। রব্বানা ~ ইন্নাকা মান্ তুদ্খিলিন্না-রা ফাক্বাদ্ আখ্যাইতাহূ অমা- লিজ্জোয়া-লিমীনা মিন্

বাঁচান। (১৯২) হে আমাদের রব! যাকে আগুনে নিক্ষেপ করলেন, তাকে লাঞ্ছিত করলেন; আর জালিমদের কোন

أَنصَارٍ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ

আনছোয়া-র্। ১৯৩। রব্বানা ~ ইন্নানা- সামি'না- মুনা দিয়াই ইয়ুনা-দী লিল্ঈমা-নি আন্ আ-মিনূ বিরব্বিকুম্

সাহায্যকারী নেই। (১৯৩) হে রব! আমরা শুনেছি আহ্বায়ককে ঈমানের ডাক দিতে যে, তোমরা রবের প্রতি

فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ★

ফাআ-মান্না-, রব্বানা- ফাগ্ফির্লানা-যুনূবানা-অকাফ্ফির্ 'আন্না-সাইয়িআ-তিনা-অতাওয়াফ্ফানা- মা'আল্ আব্রা-র্।

ঈমান আন, আমরা ঈমান আনলাম, হে আমাদের রব! পাপ ক্ষমা করুন, দোষ মিটিয়ে দিন; নেককারদের সঙ্গে মৃত্যু দিন।

টীকা-(১) ঃ আয়াত-১৯১ ঃ মানুষের ইচ্ছে ও পরিকল্পনার ব্যর্থতা সর্বদা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কাজেই তাকে এ ব্যবস্থায় পরিচালক বলা চলে না। সে জন্যই আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তাতে উৎপন্ন বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে বুদ্ধির সামনে একটি মাত্র পরিণতি সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর তা হল আল্লাহর পরিচয় লাভ, তাঁর আনুগত্য এবং তাঁর যিকর করা। যে এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করবে সে বুদ্ধিমান বলে সাব্যস্ত হওয়ার যোগ্য নয়। (মাঃ কোঃ)

আয়াত-১৯২ঃ বিশ্বাসী মুসলমানেরা যেরূপভাবে স্বীয় রবের নিকট প্রার্থনা করে, এ আয়াত হতে তা বর্ণনা আরম্ভ হয়েছে। প্রার্থনা প্রসঙ্গে এ কথাও পরিব্যক্ত হয়েছে যে, অবিশ্বাসী জাহান্নাম মুখী লোকেরা পরকালে কোনই সাহায্য পাবে না।

رَبَّنَا وَاٰتِنَا مَا وَعَدْتَّنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ﴿١٩٤﴾

১৯৪। রব্বানা- অআ-তিনা-মা-অ'আত্তানা- 'আলা-রুসুলিকা অলা-তুখ্‌যিনা-ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; ইন্নাকা লা-তুখ্‌লিফুল্

(১৯৪) হে রব্ব! রাসূলদের মাধ্যমে কৃতওয়াদা পালন করুন; আমাদেরকে অপমান করবেন না কিয়ামতের দিন; আপনি তো ওয়াদা

الْمِيْعَادَ ﴿١٩٥﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّيْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ

মী'আ-দ্। ১৯৫। ফাস্‌তাজ্বা-বা লাহুম্ রব্বুহুম্ আন্নী লা ~ উদ্বী'উ 'আমালা 'আ-মিলিম্ মিন্‌কুম্ মিন্

খেলাফ করেন না। (১৯৫) তাদের রব দোয়া কবূল করলেন; আমি নষ্ট করি না তোমাদের নারী-পুরুষের কোন কাজ,

ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ

যাকারিন্ আও উন্‌ছা- বা'দ্বুকুম্ মিম্ বা'দ্বিন্ ফাল্লাযীনা হা-জ্বারূ অউখ্‌রিজূ মিন দিয়া-রিহিম

তোমরা একে অন্যের অংশ; সুতরাং যারা হিজরত করল, আপনি বাড়ি ঘর হতে বিতাড়িত হয়েছেন,

وَاُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ

অউযূ ফী সাবীলী অক্বা-তালূ অক্বুতিলূ লাউকাফ্‌ফিরান্না 'আন্‌হুম্ সাইয়িআ-তিহিম্ অলাউদ্‌খিলান্নাহুম্

আমার পথে যারা কষ্ট পেল, যুদ্ধ করল, শহীদ হল, আমি অবশ্যই তাদের পাপ মিটিয়ে দেব; অবশ্যই জান্নাতে দাখিল

جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ

জ্বান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু ছাওয়া- বাম্ মিন্ 'ইন্‌দিল্লা-হ্; অল্লা-হু 'ইন্‌দাহূ

করাব, যার নিচ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত; এটিই পুরস্কার আল্লাহর পক্ষ হতে, আল্লাহর কাছেই রয়েছে

حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٦﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٧﴾ مَتَاعٌ

হুস্‌নুছ্ ছাওয়া-ব্। ১৯৬। লা-ইয়াগুর্‌রান্নাকা তাক্বাল্‌লুবুল্লাযীনা কাফারূ ফিল্‌বিলা-দ্। ১৯৭। মাতা-'উন্

উত্তম পুরস্কার। (১৯৬) আপনাকে যেন ধোঁকায় না ফেলে কাফেরদের দেশে দেশে অবাধ চলাফেরা। (১৯৭) এতো সামান্য

قَلِيْلٌ ۚ ثُمَّ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٨﴾ لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ

ক্বালীলুন্ ছুম্মা মা''ওয়া-হুম্ জ্বাহান্নাম্; অবি''সাল্ মিহা-দ্। ১৯৮। লা-কিনিল্ লাযী নাত্‌তাক্বাও রব্বাহুম্

ভোগ; অতঃপর জাহান্নাম হবে তাদের বাসস্থান; ওটা নিকৃষ্ট আবাস। (১৯৮) কিন্তু, যারা রবকে ভয় করে,

لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ؕ

লাহুম্ জ্বান্না-তুন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা- নুযুলাম্ মিন্ 'ইন্‌দিল্লা-হি

তাদের জন্য জান্নাত আছে যার নিচ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত, এতে তারা সর্বদা থাকবে। তারা আল্লাহর অতিথি; সৎকর্মশীলদের

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯৫ঃ একদা হযরত উম্মে সালমাহ (রাঃ) নবী করীম (ছঃ)-এর খিদমতে আরজ করলেন, মুহান আল্লাহ্ হিজরত সম্পর্কে কেবলমাত্র পুরুষদের আলোচনা করেছেন, মহিলাদের কোন আলোচনা করেননি– এর কারণ কি? তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তিরমিযী, হাকেম–লুবাব)। আয়াত-১৯৯ ঃ আবিসিনিয়ার বাদশা 'নাজ্জাশীর' মৃত্যুর পর হযরত জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (ছঃ)-কে তাঁর মৃত্যুর সংবাদ দিলে নবীজী (ছঃ) তাঁর জানাযার নামায পড়ার জন্য ছাহাবাদেরকে মাঠে ডাকলেন, তখন কোন কোন ছাহাবা বললেন, আমরা একজন হাবশীর কি নামায পড়ব? কেননা, তাঁরা তাঁকে খৃষ্টান মনে করত। কিন্তু আসলে তিনি তখনই মুসলমান হয়ে গিয়েছেন যখন তিনি প্রথম মুসলিম মুহাজির দলকে মক্কার কাফেরদের হাতে ফেরত পাঠাতে অস্বীকার করেন। নাজ্জাশী একজন পাকা মুসলমান হওয়ার উপর আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। যাতে তাঁর ব্যাপারে সন্দেহ দূরীভূত হয়।

وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ ﴿١٩٩﴾ وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ

অমা-ইন্দাল্লা-হি খাইরুল্ লিল্আব্রা-র্। ১৯৯। অইন্না মিন্ আহ্লিল্ কিতা-বি লামাইঁ ইয়ু"মিনু বিল্লা-হি অমা ~

জন্য আল্লাহর নিকটে যা আছে তা-ই উত্তম। (১৯৯) কিতাবীদের মধ্যে অবশ্যই একাংশ আল্লাহকে, তোমাদের প্রতি

اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا

উন্যিলা ইলাইকুম্ অমা ~ উন্যিলা ইলাইহিম্ খা-শি'ঈনা লিল্লা-হি লা-ইয়াশ্তারূনা বিআ-ইয়া-তিল্লা-হি ছামানান্

যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে বিনয়ী হয়ে বিশ্বাস করে; তারা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ

قَلِيْلًا ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٠﴾ يٰٓاَيُّهَا

ক্বালীলা-; উলা — য়িকা লাহুম্ আজ্রুহুম্ 'ইন্দা রব্বিহিম্ ইন্নাল্লা-হা সারী'উল্ হিসা-ব্। ২০০। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্

করে না, এরাই তারা যারা তাদের রবের নিকট হতে পূর্ণ বিনিময় পাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসেবকারী। (২০০) হে ২০

الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا ۟ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ع ১১ ১১ রুকু

লাযীনা আ-মানুছ্ বিরূ অছোয়া-বিরূ অরা-বিতূ অত্তাক্বুল্লা-হা লা'আল্লাকুম্ তুফ্লিহূন্।

মু'মিনরা! ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্য অবলম্বনে প্রতিযোগিতা কর ও সদা প্রস্তুত থাক; আল্লাহকে ভয় কর, যেন সফল হতে পার।

সূরা নিসা
মক্কাবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিস্মিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

আয়াত ঃ ১৭৬
রুকূ ঃ ২৪

﴿١﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ

১। ইয়া ~ আইয়্যুহান না-সুত্তাক্বূ রব্বাকুমুল্লাযী খালাক্বাকুম্ মিন্ নাফ্সিওঁ অ-হিদাতিওঁ অখালাক্বা

(১) হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন, আর যিনি সৃষ্টি করেন

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ

মিন্হা-যাওজ্বাহা-অবাছ্ছা মিন্হুমা- রিজ্বা-লান্ কাছীরাওঁ অনিসা — আন্ অত্তাকুল্লা-হাল্লাযী তাসা — আলূনা

তার জোড়া, আর তা থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন; আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে একে অপরকে তাগাদা কর

بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿٢﴾ وَاٰتُوا الْيَتٰمٰٓى اَمْوَالَهُمْ

বিহী অল্ আরহা-ম্; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলাইকুম্ রাক্বীবা-। ২। ওয়াআ-তুল্ ইয়াতা-মা ~ আম্ওয়া-লাহুম্

এবং আত্মীয়দের ব্যাপারে; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবান। (২) এতীমদেরকে তাদের সম্পদ

নামকরণঃ 'নিসা' অর্থ স্ত্রীলোকেরা। এ সূরায় স্ত্রীদের সম্পর্কে আলোচনা থাকায় এর নামকরণ করা হয়েছে সূরা 'নিসা'।

শানেনযূল ঃ তখনকার সময় নারী ও এতীমরা অবহেলিত ছিল, তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার নিমিত্তে উক্ত সূরা অবতীর্ণ হয়।

আয়াত-১ ঃ তখনকার লোকেরা অনাথ এতীমের ধন সম্পদ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করত না এবং মহিলাদের সাথে আচার-ব্যবহারে ধীর নীতি অবলম্বন করত এবং তারা দারুণ অবহেলিত ছিল। তাই প্রত্যেকেই যে একই মূল হতে আগত এবং একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর সন্তান হওয়ার কথা স্মরণ করে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে সৎভাব জাগিয়ে তোলার জন্য এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

আয়াত-২ ঃ গাতফান গোত্রে এক লোক তার আপন পিতৃহারা ভাতিজির অভিভাবক ছিল। ভাতিজি সাবালিকা হয়ে চাচার নিকট হতে সম্পদ ফেরত

وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ

অলা-তাতাবাদ্দালুল্ খাবীছা বিত্ত্বোয়াইয়্যিবি অলা-তা''কুলূ ~ আম্ওয়া-লাহুম্ ইলা ~ আম্ওয়া-লিকুম্;
দিয়ে দাও; ভালোর সঙ্গে মন্দ বদল করো না; তাদের বস্তু তোমাদের বস্তুর সঙ্গে একত্রিত করে খেয়ো না;

إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا

ইন্নাহূ কা-না হূবান্ কাবীরা-। ৩। অইন্ খিফ্তুম্ আল্লাতুক্বসিত্বূ ফিল্ ইয়াতা-মা- ফান্কিহূ
নিশ্চিয়ই এটা বড়ই অপরাধ। (৩) আর যদি ভয় হয় যে, মেয়ে এতীমদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না;

مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

মা-ত্বোয়া-বা লাকুম্ মিনান্নিসা —য়ি মাছ্না- অছুলা-ছা অরুবা-'আ ফাইন্ খিফ্তুম্ আল্লা- তা'দিলূ
তবে বিয়ে করে নাও তাদের মধ্য হতে দুই, তিন বা চারজন করে তোমাদের পছন্দ মত; যদি সুবিচারের ভয় হয়

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ وَآتُوا النِّسَاءَ

ফাওয়া-হিদাতান্ আও মা-মালাকাত্ আইমা-নুকুম্; যা-লিকা আদ্না ~ আল্লা- তা'উলূ। ৪। অআ-তুন্ নিসা —য়া
তবে একজন অথবা অধিকারভুক্ত দাসীকে' এতে অন্যায় না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। (৪) আর তোমরা দিয়ে দাও স্ত্রীদের

صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ۞

ছোয়াদুক্বা-তিহিন্না নিহ্লাহ্; ফাইন্ ত্বিব্নালাকুম্ 'আন্ শাইয়িম্ মিন্হু নাফ্সান্ ফাকুলূহু হানী —য়াম্ মারী —য়া-।
তাদের মহর খুশী মনে; যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে মহরের অংশ বিশেষ ছেড়ে দেয়, তবে তা স্বাচ্ছন্দ্যে ভক্ষণ করতে পার।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ ۝

৫। অলা-তু''তুস্ সুফাহা —য়া আম্ওয়া-লাকুমুল্ লাতী জ্বা'আলাল্লা-হু লাকুম্ ক্বিয়া-মাওঁ অর্যুক্বূহুম্
(৫) অবুঝদের হাতে সম্পত্তি দিও না, যা আল্লাহ জীবিকার জন্য তোমাদের দিয়েছেন, বরং তা হতে তাদেরকে

فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا

ফীহা-অক্সূহুম্ অক্বূলূ লাহুম্ ক্বাওলাম্ মা'রূফা-। ৬। অব্তালুল্ ইয়াতা-মা-হাত্তা ~ ইযা-
খেতে-পরতে দাও আর তাদেরকে ভাল কথা বল। (৬) আর এতীমদের পরীক্ষা করে নেবে বিয়ের বয়স হওয়া পর্যন্ত।

بَلَغُوا النِّكَاحَ ۖ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا

বালাগুন্নিকা-হা ফাইন্ আ-নাস্তুম্ মিন্হুম্ রুশ্দান্ ফাদ্ফা'উ ~ ইলাইহিম্ আম্ওয়া-লাহুম্ অলা-
তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে তাদের সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দেবে; বড় হয়ে

চাইলে সে দিতে অস্বীকার করল। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি হুযূর (ছঃ)-এর দরবারে পেশ করা হলে তখন মালামালসমূহ ফেরত দেয়ার আদেশ সম্বলিত এ আয়াত নাযিল হয়। **শানেনুযূল ঃ আয়াত-৩ ঃ** আয়াতটি একাধিক স্ত্রী বিবাহের অনুমতি দেয়ার জন্য অবতীর্ণ হয়নি। কারণ এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব থেকেই তা হালাল ছিল। রাসূল (ছঃ)-এর তখনও একাধিক বিবি বর্তমান ছিলেন। মূলতঃ যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিল তাদের এতীম সন্তানদের একটি সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থাই এর উদ্দেশ্য। এ ছাড়া আয়াতটিতে স্ত্রীদের সংখ্যাও নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। এ আয়াতের মাধ্যমে একত্রে চার জনের বেশি স্ত্রী গ্রহণ অবৈধ করে দেয়া হয়েছে।

تَاْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۭ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ

তা''কুলূহা ~ ইস্রা-ফাওঁ অবিদা-রান্ আইঁ ইয়াক্বারূ; অমান্ কা-না গানিয়্যান্ ফাল্ ইয়াস্তা'ফিফ্

ফেরত নেবে ভেবে অন্যায়ভাবে তাড়াতাড়ি ওটা খেয়ো না। যে ধনী সে যেন এতীমের মাল খরচ করা

وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ

অমান্ কা-না ফাক্বীরান্ ফাল্ইয়া''কুল্ বিল্ মা'রূফি ফাইযা- দাফা'তুম্ ইলাইহিম্ আম্ওয়া-লাহুম্

থেকে দূরে থাকে, গরীব হলে সংগত পরিমাণ ভোগ করবে; তাদের সম্পদ ফেরত দেয়ার সময় সাক্ষী রেখ;

فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ

ফাশ্হিদূ 'আলাইহিম্ ; অকাফা- বিল্লা-হি হাসীবা- । ৭ । লির্রিজ্বা-লি নাছীবুম্ মিম্মা-তারাকাল্ ওয়া-লিদা-নি

অবশ্য হিসাব গ্রহণে আল্লাহ্ই যথেষ্ট। (৭) পুরুষদের জন্য অংশ আছে মাতা-পিতা ও ঘনিষ্ঠদের পরিত্যক্ত

وَالْاَقْرَبُوْنَ ۠ وَلِلنِّسَاۗءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ

অল্আক্ব্রাবূনা অলিন্নিসা —য়ি নাছীবুম্ মিম্মা- তারাকাল্ ওয়া-লিদা-নি অল্ আক্ব্রাবূনা মিম্মা ক্বাল্লা

সম্পদে ; নারীদের জন্যও অংশ আছে মাতা-পিতা ও ঘনিষ্ঠদের সম্পদে অল্প হোক

مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۭ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ۝ وَاِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اُولُوا الْقُرْبٰى وَ

মিন্হু আও কাছুর্; নাছীবাম্ মাফ্রূদ্বোয়া- । ৮ । অইযা- হাদ্বোয়ারাল্ ক্বিস্মাতা উলুল্ ক্বুর্বা- অল্

বা অধিক হোক; ওটা তাদের জন্য স্থিরিকৃত (৮) আর যদি সম্পত্তি বণ্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম ও

الْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنُ فَارْزُقُوْهُمْ مِّنْهُ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝ وَلْيَخْشَ

ইয়াতা-মা-অল্ মাসা-কীনু ফার্যুক্বূহুম্ মিন্হু অক্বূলূ লাহুম্ ক্বাওলাম্ মা'রূফা- । ৯ । অল্ ইয়াখ্শাল্

দরিদ্ররা উপস্থিত হয় তখন তাদেরকেও তা থেকে কিছু দাও; তাদেরকে সংগত কথা বল। (৯) আর তারা যেন

الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۠ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ

লাযীনা লাও তারাকূ মিন্ খাল্ফিহিম্ যুর্রিয়্যাতান্ দ্বি'আ-ফান্ খা-ফূ 'আলাইহিম্ ফাল্ ইয়াত্তাক্বুল্লা-হা

ভয় করে যে, আর তারা যদি দুর্বল সন্তান রেখে যেত, তবে তারাও তাদের ব্যাপারে ভাবত; অতএব তারা যেন

وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا

অল্ইয়াক্বূলূ ক্বাওলান্ সাদীদা । ১০ । ইন্নাল্লাযীনা ইয়া''কুলূনা আম্ওয়া-লাল্ ইয়াতা-মা-জুল্মান্ ইন্নামা-

আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের সঙ্গে ন্যায্য কথা বলে। (১০) যারা এতীমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়; তারা

শানেনুযূল ঃ আয়াত-৭ ঃ জাহিলিয়াতের যুগে নারী ও শিশুদেরকে মীরাসের কোন অংশ দেয়া হত না এবং বলা হত, 'যারা শত্রুর সাথে মোকাবেলায় সক্ষম কেবল তারাই মীরাসের হকদার। ইসলামের আর্বিভাবের পর মুসলমানদের মধ্যে হযরত আউছ ইবনে সাবেতের ইন্তেকাল হলে তার সম্পদ তাঁর চাচাত ভাই– সুওয়াইদ, খালেদ ও আরফজা দখল করে নেয় এবং ইবনে সাবেতের ছোট ছোট দুই কন্যা, এক ছেলে এবং এক স্ত্রীর কাকেও কিছুই দিল না। তখন তাঁর বিধবা স্ত্রী উম্মে কুহাহ্ রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছঃ), আমার স্বামী ইবনে সাবেত জঙ্গে ওহুদে শহীদ হন। তাঁর তিনটি ছোট ছোট সন্তান আছে। এ দিকে তাঁর পরিত্যাজ্য সমুদয় সম্পদ তাঁর চাচাত ভাইয়েরা দখল করে নিয়েছে। এখন বলুন এ সন্তানদের লালন-পালন কি করে করি? তখন আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে রাসুলুল্লাহ্ (ছঃ)

১ ع ১০ ১২ রুকু

يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١١﴾ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي

ইয়া''কুলূনা ফী বুত্বূনিহিম্ না-রা-; অসাইয়াছ্লাওনা সা'ঈরা-। ১১। ইয়ূছীকুমুল্লা-হু ফী ~

তো কেবল আগুন দিয়ে পেট ভরে, আর শীঘ্রই তারা আগুনে জ্বলবে। (১১) আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের

أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ

আওলা-দিকুম্ লিয্যাকারি মিছ্লু হাজ্জিল্ উন্ছাইয়াইনি, ফাইন্ কুন্না নিসা —য়ান্ ফাওক্বাছ্ নাতাইনি

ব্যাপারে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, পুত্র পাবে দু'কন্যার সমান; তবে যদি দু'য়ের অধিক কন্যা হয়

فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ

ফালাহুন্না ছুলুছা- মা-তারাকা, অইন্ কা-নাত্ ওয়া-হিদাতান্ ফালাহান নিছ্ফু অলিআবাওয়াইহি লিকুল্লি

তবে দু'-তৃতীয়াংশ পাবে, আর যদি শুধু এক কন্যা হয়, তবে অর্ধেক পাবে। মৃতের সন্তান থাকলে

وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ

ওয়া-হিদিম্ মিন্হুমাস্ সুদুসু মিম্মা-তারাকা ইন্ কা-না লাহূ অলাদুন্ ফাইল্লাম্ ইয়াকুল্লাহূ অলাদুওঁ

পিতা মাতা প্রত্যেকেই তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির এক ষষ্ঠাংশ পাবে; আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং

وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ

অআরিছাহূ ~ আবাওয়া-হু ফালিউম্মিহিছ্ ছুলুছু ফাইন্ কা-না লাহূ ~ ইখ্ওয়াতুন্ ফালিউম্মিহিস্ সুদুসু মিম

মাতা-পিতাই ওয়ারিস হয়, তবে মাতা এক তৃতীয়াংশ পাবে; যদি ভাই থাকে তবে মৃত ব্যক্তি যে অছিয়ত করে তা

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ

বা'দি অছিয়্যাতিইঁ ইয়ূছীবিহা ~ আওদাইন্; আ-বা —উকুম্ অআবনা —যুকুম্, লা- তাদ্রূনা আইয়্যুহুম আক্বরাবু

পূর্ণ করার পর এক ষষ্ঠাংশ মা পাবে; তোমাদের মাতা-পিতা ও সন্তানদের মধ্যে কে বেশি উপকারী হবে তা

لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٢﴾ وَلَكُمْ نِصْفُ

লাকুম্ নাফ্'আ-' ফারীদ্বোয়াতাম্ মিনাল্লা-হ্; ইন্নাল্লা-হা কা-না 'আলীমান্ হাকীমা-। ১২। অলাকুম নিছ্ফু

তোমরা জান না। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১২) আর নিঃসন্তান

مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ

মা-তারাকা আয্ওয়া-জুকুম্ ইল্লাম্ ইয়াকুল্লাহুন্না অলাদুন্ ফাইন্ কা-না লাহুন্না অলাদুন্ ফালাকুমুর্ রুবু'উ

স্ত্রী মারা গেলে তোমরা (পুরুষ) তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির অর্ধেক পাবে; যদি তাদের সন্তান থাকে তবে পরিত্যক্ত সম্পত্তির

আর্ফজা ও ছুওয়াইদকে ডেকে ইবনে সাবেতের যাবতীয় সম্পদ যথাপূর্ব রেখে দিতে বললেন এবং এতে যে নারীদেরও অংশ আছে তা বলে দিলেন। কিন্তু পরিমাণ তখনও জানা ছিল না। পরে আয়াত দ্বারা পরিমাণ জানান হলে মীরাস সংক্রান্ত বিধান পূর্ণ হয়ে যায়। (বঃ কোঃ) আয়াত-১১ ঃ হযরত জাবের থেকে বর্ণিত, হযরত ছা'আদ ইবনে রুবীর পত্নী রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর দরবারে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এ কন্যাদ্বয় ছা'আদের, তাঁদের পিতা ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। এদের চাচা ছা'আদের পরিত্যক্ত সমুদয় সম্পদ দখল করে নিয়েছে। এখন বলুন, আমি এ কন্যাদ্বয়কে নিয়ে কি করতে পারি এবং বিবাহ শাদীই বা কি করে দিতে পারি? তখন অত্র আয়াতটি নাযিল হয়।

مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

মিম্মা- তারাক্না মিম্ বা'দি অছিয়্যাতিইঁ ইয়ূছীনা বিহা ~ আও দাইন্; অলাহুন্নার্ রুবু'উ মিম্মা- তারাক্তুম্
এক চতুর্থাংশ পাবে, অছিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের স্ত্রীরা তোমরা (পুঃ) নিঃসন্তান হয়ে মারা

إِنْ لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن

ইল্লাম্ ইয়াকুল্লাকুম্ অলাদুন্ ফাইন্ কা-না লাকুম্ অলাদুন্ ফালাহুন্নাছ্ ছুমুনু মিম্মা- তারাক্তুম্ মিম্
গেলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক চুর্থাংশ পাবে; তবে যদি সন্তান থাকে, তবে পাবে এক অষ্টমাংশ অছিয়ত

بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ

বা'দি অছিয়্যাতিন্ তূছূনা বিহা ~ আও দাইন; অইন্ কা-না রাজুলুইঁ ইয়ূরাছু কালা-লাতান্ আওয়িম্‌রায়াতুওঁ
পূর্ণ করার বা ঋণ পরিশোধ করে দেয়ার পর। আর যে পুরুষের ত্যাজ্য সম্পদ, তার যদি পিতা-পুত্র বা স্ত্রী না

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ

অলাহূ ~ আখুন্ আও উখ্তুন্ ফালিকুল্লি ওয়া-হিদিম্ মিন্হুমাস্ সুদুসু, ফাইন্ কা-নূ ~ আক্ছারা মিন্ যা-লিকা
থাকে এবং মৃতের এক ভাই বা এক বোন থাকে, তবে প্রত্যেকে এক ষষ্ঠাংশ পাবে। কিন্তু তারা দুয়ের অধিক হলে ত্যাজ্য

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ

ফাহুম্ শুরাকা — উ ফিছ্ ছুলুছি মিম্ বা'দি অছিয়্যাতিইঁ ইয়ূছোয়া-বিহা ~ আও দাইনিন্ গাইরা মুদ্বোয়া — রিন্
সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ পাবে। এটা হবে অছিয়ত ও ঋন আদায়ের পর। অসিয়ত যেন কারো ক্ষতি না করে। এটা

وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَ

অছিয়্যাতাম্ মিনাল্লা-হ্; অল্লা-হু 'আলীমুন্ হালীম্। ১৩। তিল্কা হুদূদুল্লা-হ্; অমাইঁ ইয়ুত্বি'ইল্লা-হা অ
আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল (১৩) এটা আল্লাহর বিধান; আর যে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য

رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ

রাসূলাহূ ইয়ুদ্‌খিল্হু জ্বান্না-তিন্ তাজ্‌রী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু খা-লিদীনা ফীহা-; অযা-লিকাল্
করে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিচ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। এটাই

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٤﴾ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا

ফাওযুল্ 'আজীম্। ১৪। অমাইঁ ইয়া'ছিল্লা-হা অরাসূলাহূ অইয়াতা'আদ্দা হুদূদাহূ ইয়ুদ্‌খিল্হু না-রান্
বড় সাফল্য। (১৪) আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয় ও বিধান লংঘন করে তাকে আগুনে প্রবেশ করানো

আয়াত-১৩ ঃ এ শর্তটি যদিও শুধু এখানেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু এর পূর্বে যে দু স্থলে অসীয়ত ও ঋণের কথা বলা হয়েছে, সেখানেও এ হুকুমই গ্রহণীয় ও কার্যকর হবে। এর উদ্দেশ্য হল, মৃত ব্যক্তির জন্য অসীয়ত কিংবা ঋণের মাধ্যমে ওয়ারিশদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করা বৈধ নয়। অসীয়ত করা কিংবা নিজের দায়িত্বে ভিত্তিহীন ঋণ স্বীকার করার মধ্যে ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা লুকায়িত থাকা এবং সে ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও কবীরা গুনাহ। (মাঃ কো, বঃ কোঃ)

ع ২ ৪ ১৩ রুকু

خَالِدًا فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٥﴾ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن

খা-লিদান্ ফীহা-অলাহূ 'আযা-বুম্ মুহীন্। ১৫। অল্লা-তী ইয়া''তীনাল্ ফা-হিশাতা মিন্

হবে, যেখানে সে চিরদিন থাকবে; তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (১৫) তোমাদের মধ্যে যদি কোন স্ত্রী

نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي

নিসা —য়িকুম্ ফাস্তাশ্হিদূ 'আলাইহিন্না আর্বা'আতাম্ মিন্কুম্, ফাইন্ শাহিদূ ফাআম্সিকূহুন্না ফিল্

অপকর্ম কর, তবে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী নেবে, তারা সাক্ষ্য দিলে ঐ স্ত্রীদেরকে ঘরে

الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَاللَّذَانِ

বুইয়ূতি হাত্তা-ইয়াতাওয়াফ্ফা-হুন্নাল্ মাওতু আও ইয়াজ্'আলাল্লা-হু লাহুন্না সাবীলা-। ১৬। অল্লাযা-নি

আবদ্ধ [১] করে রাখ, যতদিন না তাদের মৃত্যু হয় বা আল্লাহ তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা করেন। (১৬) তোমাদের মধ্যে যে

يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ

ইয়া''তিয়া-নিহা-মিন্কুম্ ফাআ-যূহুমা-ফাইন্ তা-বা-অআছ্লাহা- ফাআ'রিদ্ব 'আন্হুমা-; ইন্নাল্লা-হা

দুজন কুকর্মে লিপ্ত হবে, তদেরকে শাস্তি দাও। অতঃপর তওবা করলে ও সংশোধিত হলে; ছেড়ে দাও; নিশ্চয়ই আল্লাহ

كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ

কা-না তাওওয়া-বার রাহীমা-। ১৭। ইন্নামাত্তাওবাতু 'আলাল্লা-হিল্লাযীনা ইয়া'মালূনাস্ সূ —আ বিজ্বাহা-লাতিন্

তওবা গ্রহণকারী, দয়ালু। (১৭) নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের তওবা গ্রহণ করেন যারা না জেনে অন্যায় করে;

ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا

ছুম্মা ইয়াতূবূনা মিন্ ক্বারীবিন্ ফাউলা —য়িকা ইয়াতূ-বুল্লা-হু 'আলাইহিম; অকা-নাল্লা-হু 'আলীমান্

আবার সাথে সাথে তওবা করে; এ ধরনের লোকদের তওবা আল্লাহ কবূল করেন [২]; আল্লাহ সর্বজ্ঞ,

حَكِيمًا ﴿١٧﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ

হাকীমা-। ১৮। অ লাইসাতিত্ তাওবাতু লিল্লাযীনা ইয়া'মালূনাস্ সাইয়্যিয়া-তি হাত্তা ~ ইযা-হাদ্বোয়ারা

প্রজ্ঞাময়। (১৮) আর তওবা তাদের জন্য নেই যারা অন্যায় করতেই থাকে; এমন কি যখন উপস্থিত হয়

أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ

আহাদাহুমুল্ মাওতু ক্বা-লা ইন্ নী তুব্তুল্ আ-না অলাল্ লাযীনা ইয়ামূতূনা অহুম্

তাদের কারও মৃত্যু তখন তারা বলে. এখন তওবা করলাম; আর তাদের জন্যও নয় যারা মৃত্যুবরণ করে

টীকা-(১) ঃ আয়াত-১৫ ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে নারী ব্যভিচার করলে তাকে গৃহে আটক করে রাখত। আর পুরুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হলে তাকে কর্তৃপক্ষ কিছু শাস্তি দিত। অতঃপর অবিবাহিতকে একশ' দোর্রা এবং বিবাহিতকে প্রস্তর মেরে হত্যা করার হুকুম নাযিল হয়। কাজেই পরবর্তী নির্দেশ দ্বারা এ আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে। (বঃ কোঃ) (২) গুনাহের কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে করা হোক অথবা ভূলক্রমে উভয় অবস্থাতেই তা মুর্খতাবশতঃ সম্পন্ন হয়। এ কারণেই ছাহাবা, তাবেয়ীন ও সমগ্র উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গুনাহ করে , তার তওবাও কবূল হতে পারে। (বাহরে মুহীত, মাঃ কোঃ)।

كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ

কুফ্ফা-র্; উলা — য়িকা 'আতাদ্না- লাহুম্ 'আযা-বান্ আলীমা-। ১৯। ইয়া ~ আইয়্যুহাল্লাযীনা আ-মানূ লা-ইয়াহিল্লু

কাফের অবস্থায়। এদের জন্যই যন্ত্রণদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (১৯) হে মু'মিনরা! তোমাদের জন্য হালাল নয়

لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

লাকুম্ আন্ তারিছুন্নিসা — আ কারহা–; অলা- তা'দ্বুলূহুন্না লিতায্হাবূ বিবা'দ্বি মা ~ আ-তাইতুমূহুন্না

বল প্রয়োগে নারীদের ওয়ারিছ হওয়া, তাদের বলপূর্বক আটকিয়ে রেখ না, যাতে তাদেরকে দেয়া বস্তু ফিরিয়ে নিতে পার;

إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

ইল্লা ~ আইঁ ইয়া''তীনা বিফা-হিশাতিম্ মুবাইয়্যিনাতিন্ অ'আ-শিরূহুন্না বিলমা'রূফি ফাইন্ কারিহ্তুমূহুন্না

হ্যাঁ, যদি তারা প্রকাশ্যে অন্যায় করে ফেলে; তবে সংগতভাবে তাদের সঙ্গে চল; যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে হয়ত

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٢٠﴾ وَإِنْ أَرَدْتُمُ

ফা'আসা ~ আন্ তাক্রাহূ শাইয়াওঁ অইয়াজ্'আলাল্লা-হু ফীহি খাইরান্ কাছীরা-। ২০। অইন্ আরাত্তুমুস্

তোমরা এরূপ জিনিসকে অপছন্দ করছ যাতে আল্লাহ কল্যাণ রেখেছেন। (২০) যদি এক স্ত্রীর স্থলে

اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ۙ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ

তিব্দা-লা যাওজ্বিম্ মাকা-না যাওজ্বিওঁ অ আ-তাইতুম্ ইহ্দা-হুন্না ক্বিনত্বোয়া-রান্ ফালা-তা''খুযূ মিন্হু

অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও আর তাদের কাকেও বহুসম্পদ দিয়ে থাক, তবে তা হতে কিছু ফেরত নিও না;

شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٢١﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ

শাইয়া-; আতা''খুযূনাহূ বুহ্তা-নাওঁ অইছ্মাম্ মুবীনা-। ২১। অকাইফা তা''খুযূনাহূ অক্বাদ্ আফ্দ্বোয়া-

তোমরা কি তা গ্রহণ করবে অন্যায় ও প্রকাশ্য পাপ দ্বারা! (২১) কিরূপে তা গ্রহণ করবে? অথচ তোমরা পরস্পর

بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ

বা'দ্বুকুম্ ইলা-বা'দ্বিওঁ অআখায্না মিন্কুম্ মীছা-ক্বান্ গালীজোয়া-। ২২। অলা-তান্কিহূ মা- নাকাহা

মেলামেশা করেছ; আর নারীরা তোমাদের নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকারও গ্রহণ করেছিল? (২২) আর

৩ ع ১৪ রুকু

آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۞

আ-বা — উকুম্ মিনান্নিসা — য়ি ইল্লা-মা- ক্বাদ্ সালাফ্; ইন্নাহূ কা-না ফা-হিশাতাওঁ অমাক্বতান্ অসা — য়া সাবীলা-।

পিতার বিবাহিতা নারীদেরকে বিয়ে করো না; তবে পূর্বে যা হওয়ার হয়েছে; এটা অশ্লীল, ঘৃণ্য ও মন্দ পথ।

শানেনুযূল ঃ আয়াত-১৯ ঃ জাহিলিয়াত যুগের প্রথা ছিল, কেউ মারা গেলে তার অন্য পরিবারের পুত্র বা কোন নিকটতম আত্মীয় তার স্ত্রীকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিত। এর মাধ্যমে সে তাকে আপন করায়ত্তে নিয়ে গেল– সে ইচ্ছা করলে মৃত স্বামীর মহরের উপর বিবাহ করতে পারত অথবা অন্যের নিকট বিবাহ দিতে পারত, অথবা এমনিতে বন্দী করে রাখত। এ প্রথা অনুসারে হযরত আবু কুবাইছের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী কুবাইসাহ্ বিনতে মা'আনকে তাঁর প্রথম পরিবারের ছেলে কুবাইস তাদের চাদর দিয়ে ঢেকে দেন। তৎপর সে তাঁর কোন খোঁজ খবর নেয় না। তখন আবু কুবাইসের স্ত্রী হুযূর (ছঃ)-এর নিকট এ ফরিয়াদ নিয়ে গেলেন। হুযূর (ছঃ) তাঁকে আল্লাহর কি আদেশ হয় তার প্রতীক্ষায় থাকতে আদেশ দিলেন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। আয়াত-২২ ঃ হযরত আবু

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰتُكُمْ وَبَنٰتُكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ وَعَمّٰتُكُمْ وَخٰلٰتُكُمْ وَبَنٰتُ ﴿٢٣﴾

২৩। হুররিমাত্ 'আলাইকুম্ উম্মাহা-তুকুম্ অবানা-তুকুম্ অআখাওয়া-তুকুম্ অ'আম্মা-তুকুম্ অখা-লা-তুকুম্ অবানা-তুল্

(২৩) তোমাদের জন্য হারাম করা হল তোমাদের মা [১], কন্যা, [২], বোন [৩] ফুফু, তোমাদের খালা

الْأَخِ وَبَنٰتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهٰتُكُمُ الّٰتِيْٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوٰتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ

আখি অবানা-তুল্ উখ্তি অউম্মাহা-তুকুমুল্ লা-তী ~ আর্দ্বোয়া'নাকুম্ অআখাওয়া-তুকুম্ মিনার্ রাদ্বোয়া-'আতি

এবং তোমাদের, ভাই ও ভগ্নির কন্যা দুধ-মা, দুই-বোন, শাশুড়ী, তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ঔরসে

وَأُمَّهٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الّٰتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِّنْ نِّسَآئِكُمُ

অউম্মাহা-তু নিসা —য়িকুম্ অ রাবা —য়িবুকুমুল্ লা-তী ফী হুজূ্রিকুম্ মিন্নিসা —য়িকুমুল্

তার গর্ভের কন্যা যারা তোমাদের অধিকারে আছে, যদি তোমরা ঐ স্ত্রীদের

الّٰتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ز فَإِنْ لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ز

লা-তী দাখাল্তুম্ বিহিন্না ফাইল্ লাম্ তাকূনূ দাখাল্তুম্ বিহিন্না ফালা-জু্না-হা 'আলাইকুম্

সাথে মিলন করে থাক। কিন্তু যদি মেলা- মেশা না করে থাক তবে তোমাদের কোন দোষ নেই;

وَحَلَآئِلُ أَبْنَآئِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ص وَأَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

অহালা —য়িলু আব্না —য়িকুমুল্ লাযীনা মিন্ আছ্লা-বিকুম্ অআন্ তাজ্ মা'উ বাইনাল উখ্তাইনি

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দু'বোনকে একত্রে [৪] বিয়ে করা;

إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط إِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۞

ইল্লা-মা-ক্বাদ সালাফ; ইন্নাল্লা-হা কা-না গাফূরার্ রাহীমা-।

পূর্বে যা হওয়ার হয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

কুবাইসের মৃত্যুর পর বর্বর যুগের নিয়মানুসারে তার প্রথম পরিবারের ছেলে মুহসেন যখন আপন বিমাতা, কুবাইসের স্ত্রীকে বিবাহ করতে চাইল, তখন বিমাতা বলল, হে মুহসেন! আমি তোমাকে পুত্রবৎ মনে করি, তবে কি তুমি মাতুল্য রমণীর সঙ্গে এরূপ করতে চাও, এটি তো খুবই অসঙ্গত। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর নিকট এই ঘটনার বিবরণ শুনালেন। তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়।

টিকাঃ (১) মা বলতে আপন ও সৎ মা উভয়ই। তদুপরি পিতার মা, মায়ের মাও এর মধ্যে শামিল। (২) কন্যা বলে নাতনীদেরও শামিল করা হয়েছে। (৩) বোন বলতে বৈপিতৃয় ও বৈমাতৃয় বোনও শামিল। (৪) এমনকি খালা, ভাগ্নী এবং ফুফু ও ভাইঝিকেও একই সঙ্গে বিবাহ করা হারাম। মূলনীতিঃ এমন দুজন মহিলাকে একত্রে বিয়ে করা হারাম যাদের একজনকে পুরুষ ধরলে অন্যজনকে বিয়ে করা হারাম- অর্থাৎ পরস্পর বিয়ে বৈধ না হলে একত্র করা যাবে না।

ব্যাখ্যা ঃ আয়াত-২৩ ঃ টীকা- (১) অর্থাৎ যিনি তাকে শৈশবে দুগ্ধ পান করিয়েছেন তিনিও মাতৃ সমতুল্য সুতরাং সেই মাতার মা, নানী, দাদী ও এজমা হিসাবে বা সকলের ঐকমত্য হিসেবে মা পরিগণিত হয়। "রাদ্বোয়া'আ" শব্দটির অর্থ দুগ্ধপান করা। এ দুগ্ধ পানের পরিমাণ ও সময়কাল সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে কোথাও উল্লেখ নেই যে, কত পরিমাণ ও কোন সময়ে দুগ্ধপান করলে এ হারাম হওয়ার সম্পর্কটা সাব্যস্ত করা হবে। তাই হযরত ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, এমন এক চুমুক দুগ্ধ পানে উক্ত সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে যদ্দ্বারা দুগ্ধ পেটে পৌঁছে। আর ইমাম শাফেয়ী (রঃ) ঐ সার্বিক আদেশকে হাদীস অনুকূলে ব্যাখ্যা দিয়ে তাকে পাঁচ চুমুকের পরিমাণের-ই উপর সাব্যস্ত করেন এবং অপেক্ষা কম হলে তাঁর মতে ঐ সম্বন্ধ সাব্যস্ত হবে না। আর মেয়াদ সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, জন্ম হতে প্রথম আড়াই বছর। আর ইমাম শাফেয়ী বলেন প্রথম দু বছর।

টীকা-(২) দুধপানের সাথে সম্পর্কিত যেসব বোন আছে তাদেরকে বিয়ে করা হারাম। দুধ পানের নির্দিষ্ট সময়কালে বালক বা বালিকা কোন স্ত্রীলোকের দুধ পান করলে তার স্বামী তাদের পিতা হয়ে যায়, সেই স্ত্রীলোকের আপন পুত্র কন্যা তাদের ভাই-বোন হয়ে যায়, বোন তাদের খালা, দেবররা তাদের চাচা এবং স্বামীর বোনেরা শিশুদের ফুফু হয়ে যায়। দুধ পানের কারণে তাদের পরস্পর বৈবাহিক অবৈধতা স্থাপিত হয়। বংশগত কারণে পরস্পর যেসব বিয়ে হারাম হয় দুধপানের কারণেও অনুরূপ বিয়ে হারাম। (মাঃ কেঃ)